এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
# একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ কোমরে দড়ি বেঁধে হাঁটানো মানবাধিকার লঙ্ঘন, পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের
দখলদারির অভিযোগ এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইয়ের বিরুদ্ধে ৩

কলকাতা ২৭ জুন ২০২৬ ১৩ আষাঢ় ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.06.2026, Vol. 20 Issue No.17, 8 Pages, Price 3.00

## বিশ্বকাপ

**আজকের খেলা**

কেপ ভাদে বনাম সৌদি আরব
(ভারতীয় সময় সকাল ৬:৩০ )
উরুগুয়ে বনাম স্পেন
(ভারতীয় সময় সকাল ৬:৩০ )

**গতকালের ফলাফল**

তুরস্ক -২ যুক্তরাষ্ট্র- ৩
প্যারাগুয়ে -০ অস্ট্রেলিয়া- ০

## ‘সিঁদুরের শহিদদের’ নাম-পরিচয় প্রকাশিত

**নয়াদিল্লি, ২৬ জুন: গত বছরের সিঁদুর অভিযানে যে ছয় সেনাকর্তা এবং জওয়ান ‘শহিদ’ হয়েছেন, প্রথম তাঁদের নাম এবং পরিচয় প্রকাশ করল কেন্দ্র। তাঁদের মরণোত্তর সম্মান প্রদানের কথা ঘোষণা করল নরেন্দ্র মোদী সরকার।**

**গত বছর মে মাসে ‘অপারেশন সিঁদুরে’ মৃত্যুবরণ করেন রাইফেলম্যান সুনীল কুমার, সুবেদার মেজর পবন কুমার, ল্যান্সনায়েক দীনেশ কুমার, অগ্নিবীর মুড মুরলী নায়েক, হাবিলদার সুনীলকুমার সিং এবং বায়ুসেনার সার্জেন্ট সুরেন্দ্র কুমার। দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গকারী এই বীরদের স্মরণে উৎসর্গীকৃত স্মৃতিসৌধের থ্রি-ডি দেওয়ালে নাম খোদাই হয়েছে। তবে এত দিন পর প্রকাশ করা হল তাঁদের নাম-পরিচয়। মে মাসে ভারত-পাকিস্তানের চার দিনের সংঘাতে মৃত দু’জনকে মরণোত্তর বীরের সম্মান প্রদান করা হয়েছে। রাইফেলম্যান সুনীলকে দেওয়া হয়েছে বীর চক্র সম্মান। গত ৮ জুন রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে ওই সম্মান গ্রহণ করেন ‘শহিদ’ সুনীলের মা-বাবা। সার্জেন্ট সুরেন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে বায়ুসেনা পদক। কেন্দ্র জানায়, সামরিক ঐতিহ্য মেনে নয়াদিল্লির জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের দেওয়ালে ওই ছয় বীরের নাম খোদাই করা হবে।**

**উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের এপ্রিলে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় প্রাণ গিয়েছিল ২৬ জনের। হামলার নেপথ্যে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি-যোগের প্রমাণ মেলে। পাকিস্তান অভিযোগ অস্বীকার করে। তবে প্রত্যাঘাত করে ভারত। সিঁদুর অভিযানে সে দেশের জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে ভারতীয় সেনা। নতুন প্রকাশিত নামগুলো থেকে ইঙ্গিত মিলছে, ‘অপারেশন সিঁদুরে’ হতাহতের মধ্যে রয়েছেন ভারতের স্থল বাহিনী এবং বিমান বাহিনীর সেনানীরা।**

শুক্রবার কলকাতার বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগারে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৯তম জন্মজয়ন্তীতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শ্রদ্ধা নিবেদন।

## সোমে বিধানসভায় জোড়া বিলের সম্ভাবনা

# ‘গুন্ডা’ দমনে কঠোর আইন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যে অপরাধ ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দমনে আরও কঠোর আইন আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। সোমবার বিধানসভায় ‘পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০২৬’ পেশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্য সরকারের দাবি, বর্তমান আইনে অনেক সময় সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই নতুন আইনের মাধ্যমে প্রশাসনের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হবে।

প্রস্তাবিত বিলে ‘সমাজবিরোধী’ বা ‘গুন্ডা’ কারা, তার স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তোলাবাজি, জোর করে টাকা আদায়, বেআইনি দখল, আতঙ্ক সৃষ্টি, সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি, ব্যবসায় বাধা, অবৈধ খনি বা বনজ সম্পদ পাচারের মতো কাজকে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ হিসেবে ধরা হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কোনও ব্যক্তি সমাজবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত বলে চিহ্নিত হলে শুধু ফৌজদারি মামলাই নয়, প্রয়োজন হলে তার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করতে পারবে সরকার। পাশাপাশি অভিযুক্তের নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ থাকলে একটি ‘দাবি কমিশন’-এ আবেদন জানানো যাবে। কমিশন অভিযোগ খতিয়ে দেখে মনে করলে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করতে পারবে।

এই বিলে আরও বলা হয়েছে, জননিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজন হলে কোনও ব্যক্তিকে বিচার শুরু হওয়ার আগেই সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নিয়ে আটক রাখা যাবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে জেলাশাসক বা পুলিশ কমিশনারও এই নির্দেশ দিতে পারবেন। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। এ ছাড়া অভিযুক্তকে নির্দিষ্ট এলাকা ছাড়ার নির্দেশ, চলাফেরার উপর নজরদারি, তল্লাশি এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতাও প্রশাসনের হাতে থাকবে। আইন অমান্য করলে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনের অধীনে দায়ের হওয়া মামলা জামিন-অযোগ্য এবং পুলিশি তদন্তযোগ্য হবে। তবে এই ক্ষমতার অপব্যবহার রুখতে একজন বর্তমান বা প্রাক্তন হাইকোর্ট বিচারপতির নেতৃত্বে অ্যাডভাইজরি বোর্ড গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আটক রাখার আদেশের যৌক্তিকতা খতিয়ে দেখে ওই বোর্ড সরকারকে তার সুনির্দিষ্ট মতামত দেবে।

> তোলাবাজি, জোর করে টাকা আদায়, বেআইনি দখল, আতঙ্ক সৃষ্টি, সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি, ব্যবসায় বাধা, অবৈধ খনি বা বনজ সম্পদ পাচারের মতো কাজকে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ হিসেবে ধরা হবে।

# অভিন্ন বিধিতে কমিটির ইঙ্গিত

**নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) কার্যকর করার পথে রাজ্য সরকার এগোতে চলেছে। শুক্রবার কলেজ স্ট্রিটে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৯তম জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ইউসিসি নিয়ে একটি বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হবে। সোমবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে এই বিষয়ে বিস্তারিত ঘোষণা করা হবে বলেও তিনি জানান।**

**মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘বাংলাতেও ইউসিসি হবে। এর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে। বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে কাজ এগোবে।’ তাঁর বক্তব্য, অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য যে পদ্ধতিতে এগিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গও সেই পথেই এগোবে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, প্রস্তাবিত আইনের মাধ্যমে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ এবং লিভ-ইন সম্পর্কের মতো বিষয়ে একটিই আইনি কাঠামো তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। রাজ্য সরকারের মতে, এতে আইনের সমতা বজায় থাকবে এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টিও আরও শক্তিশালী হবে।**

**আগামী সোমবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ইউসিসি-সংক্রান্ত বিল আনা হতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলে জোর জল্পনা রয়েছে। যদিও বিলের বিস্তারিত এখনও প্রকাশ করা হয়নি। এর আগে উত্তরাখণ্ডে ইউসিসি কার্যকর হয়েছে এবং অসমও একই পথে আইন প্রণয়ন করেছে। সেই অভিজ্ঞতা খতিয়ে দেখেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগোতে চাইছে।**

> বাংলাতেও ইউসিসি হবে। এর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে। বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে কাজ এগোবে।
> — শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী

**শুক্রবারের অনুষ্ঠানে নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন এখানে এসেও ঢুকতে পারিনি। কিন্তু মানুষের রায় শেষ পর্যন্ত সবকিছুর উত্তর দিয়েছে।’ শুক্রবার তিনি আরও ঘোষণা করেন, ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্যে জাতীয় মানের একটি ‘বন্দে মাতরম মিউজিয়াম’ তৈরি করা হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ইউসিসি এবং ‘বন্দে মাতরম’, এই দুই বিষয়কে সামনে রেখে সরকার প্রশাসনিক সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, দু’টিকেই সমান গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা দিচ্ছে।**

## আরও তিন পুরসভা স্পেশ্যাল অডিটের আওতায়

# আর নয় তারাতলা, কড়া নজর রাজ্যের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদাম ধসের ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে নির্মাণ নিরাপত্তা নিয়ে বড় পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উদ্ধারকাজ এখনও জোরকদমে চলছে জানিয়ে তিনি বলেন, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) অভিযান পরিচালনা করছে এবং আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে শুক্রবার রাতের মধ্যেই উদ্ধারকাজ শেষ হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

শুক্রবার রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই, দপ্তরের সচিব খলিল আহমেদ, কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক, পুলিশ কমিশনার-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পরই রাজ্যের একাধিক নগর এলাকায় নির্মীয়মাণ বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনের বিশেষ নিরাপত্তা নিরীক্ষার পরিধি আরও বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এতদিন কলকাতা, বিধাননগর, নিউটাউন, উলুবেড়িয়া, বারুইপুর, বজবজ, মহেশতলা এবং রাজপুর-সোনারপুর এই তালিকায় থাকলেও, শুক্রবার নতুন করে দক্ষিণ দমদম, কামারহাটি ও বরাহনগরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি হাওড়া ও বালির গঙ্গা সংলগ্ন নির্মীয়মাণ প্রকল্পগুলিকেও পর্যায়ক্রমে এই নিরীক্ষার আওতায় আনা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, ৩১ জুলাই পর্যন্ত নির্মাণকাজ স্থগিত মানেই সব প্রকল্প বন্ধ নয়। যে প্রকল্পের নকশা ও বাস্তব নির্মাণ বিশেষ নিরীক্ষায় সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হবে, তারা পর্যায়ক্রমে ছাড়পত্র পেয়ে কাজ শুরু করতে পারবে। যে সব ক্ষেত্রে গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়বে, সেগুলি বাতিল করা হবে। আবার কোথাও সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে।

এই বিশেষ নিরীক্ষার নেতৃত্ব দিচ্ছেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পান্ডে। কমিটিতে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি রাইটস এবং আইআইটি খড়্গপুরের বিশেষজ্ঞদেরও রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে কমিটিকে আগামী ৯০ দিনের মধ্যে রাজ্যের বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনগুলিতে অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং লাইটনিং অ্যারেস্টার সংক্রান্ত পৃথক নিরীক্ষার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই বিধিনিষেধ শুধুমাত্র জি প্লাস পাঁচ বা তার বেশি উচ্চতার নির্মীয়মাণ আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণ বাড়ির সংস্কার, মেরামতি বা ছোটখাটো সম্প্রসারণ এই নির্দেশিকার আওতায় পড়বে না।

তারাতলা-কাণ্ডে প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরও কঠোর করার ইঙ্গিত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই ছয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের অপরাধ দমন শাখা তদন্ত করছে এবং পুলিশ কমিশনার নিজে তদন্তের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রাথমিক অভিযোগে নাম উঠে আসা ব্যক্তিদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তারাতলা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত স্থপতি, ডিজাইনার এবং সুপারভিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে সরকারি অনুমোদিত নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ থাকবে না। তাঁর অভিযোগ, সুপারভিশনের লিখিত দায়িত্ব নেওয়া হলেও বাস্তবে সেই দায়িত্ব পালন করা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, সরকারের উদ্দেশ্য নগরায়ন বন্ধ করা নয়। তবে দুর্ঘটনার কারণে এই সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছে। গত কয়েক বছরে গার্ডেনরিচ, কসবা-তিলজলা এবং সর্বশেষ তারাতলার মতো একাধিক দুর্ঘটনা প্রমাণ করেছে যে নির্মাণ ক্ষেত্রে কঠোর নজরদারি জরুরি। মানুষের প্রাণের নিরাপত্তাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার এই অভিযান শুরু করেছে। আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়েই প্রশাসন কাজ করছে বলেও জানান তিনি।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উদ্ধারকাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবের কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘এত বড় রাজ্যে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য আরও আধুনিক ব্যবস্থা দরকার।’ সেই কারণে আগামী দু’মাসের মধ্যে ২০০ জন অগ্নিবীরকে নিয়ে বিশেষ র‍্যাপিড রেসপন্স টিম গঠনের ঘোষণা করেন তিনি। এই খাতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার পূর্ত দপ্তরের তাঁবুতে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই।

## ৪ জুলাই পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতে কালীচরণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত কলকাতা পুরসভার ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী ৪ জুলাই পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতে পাঠাল আদালত। শুক্রবার আলিপুর আদালতে পেশ করে ধৃত পুরকর্তাকে ১৪ দিনের জন্য হেপাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানায় কলকাতা পুলিশ। যদিও অভিযুক্ত কালীচরণের আইনজীবী আরিফুল মুরশেদ দাবি করেন, তাঁর মক্কেলের নাম এফআইআরে নেই। এফআইআরে যে ধারাগুলি দেওয়া হয়েছে, তাতে কালীচরণের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগও নেই। তদন্তকারী অফিসার পুলিশ হেপাজতে চেয়েছেন। কিন্তু গ্রেপ্তার করার ভিত্তি কী?**

## ঘুষ চাইলেই

■ **তারাতলার গুদাম ধসের ঘটনার পর বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার কলকাতায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘পুরসভা বা কর্পোরেশনে বিল্ডিং প্ল্যান পাসের নামে কেউ টাকা চাইলে বা চাপ সৃষ্টি করলে সরাসরি থানায় গিয়ে এফআইআর করুন।’**

# সরকারি ছুটিতেও নবান্ন সচলে রোস্টার ডিউটি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাজকর্ম যাতে সপ্তাহান্ত বা সরকারি ছুটির দিনেও নির্বিঘ্নে চলতে পারে, তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করল নবান্ন। কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার (পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস) দপ্তর থেকে জারি হওয়া এক মেমোয় জানানো হয়েছে, শনিবার, রবিবার-সহ সমস্ত সরকারি ছুটির দিনেও দপ্তরের প্রতিটি শাখায় রোস্টার ভিত্তিতে ‘স্কেলিটন স্টাফ’ বা ন্যূনতম সংখ্যক কর্মীকে উপস্থিত রাখতে হবে।

২৫ জুন জারি হওয়া এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে শনিবার, রবিবার এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনেও সরকারি কাজকর্ম পরিচালনা করেন। সেই সময়ে কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের সহযোগিতারও প্রয়োজন হতে পারে। সেই কারণেই দপ্তরের সমস্ত সেলকে ছুটির দিনগুলিতে রোস্টার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মী উপস্থিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সরকারের মতে, এই পদক্ষেপের ফলে সরকারি কাজকর্মে কোনও বিঘ্ন ঘটবে না এবং জরুরি প্রশাসনিক প্রয়োজনে দ্রুত সহায়তা দেওয়া সম্ভব হবে। মেমোয় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এই সিদ্ধান্তে কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের অনুমোদন রয়েছে। নতুন নির্দেশ কার্যকর হওয়ার পর থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিটি শাখাকে নিজস্ব রোস্টার তৈরি করে ছুটির দিনেও ন্যূনতম কর্মী উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকারি পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

# তারাতলার ধ্বংসস্তূপে অত্যাধুনিক উদ্ধারকাজ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** তারাতলার নির্মীয়মাণ গুদাম ধসের পর এখনও ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে সেনা, এনডিআরএফ, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল ও কলকাতা পুলিশ। ধ্বংসস্তূপের নীচে কেউ জীবিত অবস্থায় আটকে রয়েছেন কি না, তা জানতে ব্যবহার করা হচ্ছে একাধিক অত্যাধুনিক যন্ত্র। উদ্ধারকারী বাহিনীর এক আধিকারিক বলেন, ‘ধ্বংসস্তূপের ছোট ফাঁক দিয়েও ‘ভিকটিম লোকেটিং ক্যামেরা’ ঢুকিয়ে ভিতরের ছবি দেখা হচ্ছে। কোথাও মানুষের উপস্থিতির ইঙ্গিত মিললেই সেই জায়গায় উদ্ধারকাজ জোরদার করা হচ্ছে।’

এই অভিযানে ব্যবহার করা হচ্ছে ‘ভিকটিম লোকেটিং ক্যামেরা’, ‘লাইফ ডিটেক্টর’, ‘গ্রাউন্ড ইমেজিং যন্ত্র’, ‘অ্যাকোস্টিক সেন্সর’ এবং প্রশিক্ষিত ‘স্নিফার ডগ’। লাইফ ডিটেক্টর ধ্বংসস্তূপের ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদস্পন্দন বা সামান্য নড়াচড়ার সংকেত ধরার চেষ্টা করছে। অন্য দিকে, অ্যাকোস্টিক প্রযুক্তির সাহায্যে ক্ষীণ শব্দ বা আর্তনাদ শনাক্ত করা হচ্ছে। এক উদ্ধারকারী কর্মীর কথায়, প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া এত বড় ধ্বংসস্তূপে নিরাপদে উদ্ধার অভিযান চালানো সম্ভব নয়। প্রতিটি ধাপ খুব সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হচ্ছে।

ভারী কংক্রিট সরাতে ব্যবহার করা হচ্ছে হাইড্রোলিক জ্যাক। মোটা লোহার বিম কাটতে কাজে লাগানো হচ্ছে প্লাজমা কাটার। ঘটনাস্থলের উদ্ধারকারী দল জানাচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের প্রতিটি অংশ পরীক্ষা না করে অভিযান শেষ করা হবে না। কারণ, এখনও কেউ আটকে থাকার সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

**নাম-পদবী**

আমি **Chanchala Basu**, গ্রাম- গয়েশপুর, পোস্ট- গোবরডাঙা, থানা- স্বরূপনগর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন, ৭৪৩২৫২, পশ্চিমবঙ্গ। ৬এপ্রিল ২০২৬ এ বারাসত ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে আমার আধার কার্ড, ডিজিটাল রেশন কার্ড সহ যাবতীয় সরকারি নথিতে আমি Chanchala Basu, Chanchala Bosu, Papiya Basu এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

**AFFIDAVIT**

I, **Ainal Haque** S/O Mominul Haque residing at Vill.- Raitanbagh, P.O.- Dahapara, P.S. & Dist.- Murshidabad do hereby declare vide affidavit no. 4284 dated 05.03.2026 in the Court of J.M./ J.M. (Addl) (1st Class) at Lalbagh that my father's original name is Mominul Haque which is mentioned in my Aadhaar Card and in my birth certificate. But my father's name is mentioned in my Admit Card of WBBSE vide Regd No. 3161- 171709, Roll- 800561N, No.- 0060 and all school documents as Mominul Sk.Mominul Haque and Mominul Sk is the same and one identical person.

**বিজ্ঞপ্তি**

আমার মক্কেল সুজিৎ ভাঙ্গী, পিতা- কিনু ভাঙ্গী বিগত 1989 সালের বারাসাত ADSR 190 নং পাওয়ার বলে, 1127/22 দলিল মূলে মৌজা- বারাসাত J.L- 79, R.S.-73 ও L.R.- 7564, 7565, 7566, 7567, 7568 নং খতিয়ান ভুক্ত R.S.-718, L.R.- 6661,6662 নং দাগে 12 ছটাক ও 12 ছটাক (2.47 শতক) জমি 4/3/24 তারিখে বারাসাত D.S.R-3 অফিসে 2776 সাফকোবলা ও 2779 দানপত্র দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকিলে বারাসাত-1 B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

T.K. Ghosh
Advocate
Barasat Judges Court
North 24 Pgs.

**বিজ্ঞপ্তি**
**আমমোক্তারনামা**

অধীর কর ওঃ অধীর কুমার কর, পিতা পঞ্চানন কর, ঠিকানা- প্রসাদ নিয়োগী লেন, পোঃ ও থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী উক্ত আমমোক্তার নামা এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক নং. I-২৮৯৬/২০২০ আমমোক্তার নামা পত্র বলে জেলা-হুগলী, মৌজা-ভদ্রেশ্বর, জে.এল.-১২, সাবেক দাগ-৭৫৪, হাল দাগ-১২৯৩ এ ০.০৭৪ একর ভিটি জমি, সাবেক দাগ-৭৫৩, হাল দাগ-১২৯৪ এ ০.০০৩ একর ডোবা সম্পত্তি, সাবেক দাগ-৭৫৫, হাল দাগ-১২৯০ এ ০.০০৫ একর ডোবা সম্পত্তি আমাকে অর্থাৎ নির্মল কুমার আগরওয়াল, পিতা নাথুলাল আগরওয়াল কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি আমি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় আইন অনুসারে কাজ করা হইবে।

ইতি
নির্মল কুমার আগরওয়াল
আমমোক্তার

( NOTICE)
**IN THE COURT OF THE LD.2ND CIVIL JUDGE (JR.DIVISION) AT SEALDAH**
**Title Suit No. 479 of 2024**
**Sanjoy Kumar Dey**
Son of late Gobinda Chandra Dey, of 54, Ramdulal Sarkar Street,Police Station- Girish Park, Kolkata-700 006
.................Plaintiff
-Vs.-
1. **Sanjay Shaw**,Son of Late Madhu Shaw alias Madhusudan Shaw,of 26 C,R.G.Kar Road, Ground Floor, Police Station-Ultadanga, Kolkata-700004
2. **Rina Shaw**,Daughter of Late Madhu Shaw alias Madhusudan Shaw, of 26 C,R.G.Kar Road,Ground Floor, PoliceStation-Ultadanga, Kolkata-700004
3. **Mamata Shaw**,Wife of Late Madhu Shaw alias Madhusudan Shaw,of 26 C,R.G.KarRoad, Ground Floor, Police Station-Ultadanga, Kolkata-700004

...............Defendants

Whereas the Plaintiff has instituted a suit against the Defendant for eviction and recovery of khas possession. You are hereby summoned to appear in this Court either in person or by a pleader duly instructed within 30 days of publication of this notice or on the **16th. day of July 2026 at 10.30 am**, to answer the claim. Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence. Given under my hand and the seal of the Court, dated this 15th day of June 2026.

By Order
Prakash Gond
Sheristadar,
2nd, Court, Civil Judge
Jr. Div. Sealdah

**বিজ্ঞপ্তি**

**In the Court Of Ld. Civil Judge (Jr. Div.) at Garhbeta J. Misc. Case (Succession) No -24/2025**

(১) শ্রী স্বপন কুমার বোস পিতা-ঁভবানীপদ বোস (২) শ্রী সুদীপ কুমার বোস পিতা- স্বপন কুমার বোস
... প্রার্থীগন

এতদ্বারা জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উপরিউল্লিখিত দরখাস্তকারীগন বিলা নিবাসিনী তপতী বোস কর্ত্তৃক নিম্নের তপশীলে বর্নিত ২,৫০,৩৫৮.০০ + Interest প্রাপ্ত হইবার জন্য অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকে সেক্ষেত্রে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে ইচ্ছুক ব্যাক্তিগন এ্যাডভোকেট মারফৎ আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। নচেৎ অত্র মোকর্দ্দমা একতরফা শুনানী হইবে। অত্র মোকর্দ্দমা শুনানীর জন্য আগামী ১৮/০৮/২০২৬ তারিখে দিন ধার্য্য হইল।

**ANNEXURE -(A)**

Money lying in the Post Office at Kharikamathani, vide A/c No. 3792907625 (Savings Account) CIF No. 346609781 in the name of Tapati Bose. Amounting to Rs. 250358.00+ int. Rupess Two Lakh, Fifty Thousands, Three Hundred Fifty Eight + interest only.

আদালতের আদেশানুসারে
সৌমেন্দ্রনাথ দে,
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) কোর্ট,
গড়বেতা, পঃ মেদিনীপুর,
২৪/০৬/২৬

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১




## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২৭শে জুন, ১২ই আষাঢ়। শনি বার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

**বৃষ রাশি :** মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

**মিথুন রাশি :** কিছু শুভ মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

**কর্কট রাশি :** তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

**সিংহ রাশি :** খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

**কন্যা রাশি :** পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

**তুলা রাশি :** এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

**বৃশ্চিক রাশি :** দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

**ধনু রাশি :** বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

**মকর রাশি :** শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

**কুম্ভ রাশি :** ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

**মীন রাশি :** প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
**সেখ আজাহার উদ্দিন,** বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,**
**সর্বাণী চ্যাটার্জি,** ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,**
**প্রসেনজিৎ সামন্ত,** ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,**
**নিরঞ্জন পাল,** ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

**রাজ টেলিকম,**
**অমিতাভ বিশ্বাস,** ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,**
**শ্রীধর অঙ্গন,** বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

**অবসর,**
**ডি. বালা,** চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

**সবিতা কমিউনিকেশন,**
**প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার,** ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
**সুরজিৎ মাইতি,** পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

**শ্যাম কমিউনিকেশন,**
**দেবব্রত পাঁজা,** দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

**মানসী অ্যাড এজেন্সি,**
**শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক,** ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

**পশ্চিম মেদিনীপুর**

**মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি**
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

**শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,**
**রেখা দাস,** নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

**মুর্শিদাবাদ**

**পি' অ্যাডস্ সলিউশন,**
**অমিত কুমার দাস,** ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

**বীরভূম**

**সংবাদ সারাদিন,**
**মৃণালজিৎ গোস্বামী,** সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

**মিডিয়া হাউস,**
**প্রঃ- পরিতোষ দাস,** কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

# সোমবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে, জানাল আলিপুর



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সমুদ্রপৃষ্ঠে অবস্থানকারী মৌসুমি অক্ষরেখা বর্তমানে রাজস্থান থেকে উত্তর মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় হয়ে ওডিশা পর্যন্ত বিস্তৃত। একইসঙ্গে উত্তর-পূর্ব ও সংলগ্ন পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর ৩.১ থেকে ৫.৮ কিলোমিটার উচ্চতায় একটি উচ্চস্তরের ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। যার কেন্দ্র উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন মায়ানমার উপকূল এলাকায় রয়েছে, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি আলিপুরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, ২৭ জুন উত্তরবঙ্গের সব জেলায় অধিকাংশ স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই দুই সিস্টেমের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প বেশি পরিমাণে ঢুকবে, শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত দুর্যোগের আশঙ্কা উত্তরবঙ্গে। এদিকে সোমবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে এও খবর মিলছে যে, রাজ্যজুড়েই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টি না হলে গরম এবং অস্বস্তি হবে। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। শনিবার থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা, দুর্যোগের আশঙ্কা। পার্বত্য এলাকায় ধস নামবে, নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা। বাড়বে নদীর জল স্তর। দক্ষিণবঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশ কোথাও মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি না হলে গরম এবং অস্বস্তি থাকবে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা বেশ কিছু জেলায়। সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে এ ব্যাপারে কমলা সতর্কতা জারি করার সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার কয়েকটি স্থানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (৭,২০ সেমি) হওয়ার সম্ভাবনা। পাশাপাশি এক বা দুই জায়গায় অতিভারী বৃষ্টি (২০ সেমির বেশি) হতে পারে। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার এক বা দুই স্থানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (৭,২০ সেমি) হতে পারে। উত্তরবঙ্গের সব জেলায় এক বা দুই স্থানে বজ্রঝড়, বজ্রপাত এবং ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। এরপর ২৮ জুন, ২০২৬ উত্তরবঙ্গের সব জেলায় অধিকাংশ স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বেশিরভাগ জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। ৩০-৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বেগে ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়।



*বন্দেমাতরম স্রষ্টা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৯তম জন্মদিবস উপলক্ষে হাওড়া পঞ্চাননতলা রোডে বঙ্কিম পার্কে হাওড়া সিটিজেন ফোরামের পক্ষ থেকে মাল্যদান করে প্রণাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বন্দেমাতরমের সার্ধশতবর্ষ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয় বলে জানান সংস্থা সম্পাদক শৈবাল বসু। এই দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় যুবা নিশীথ সরকার ও অন্যানও ব্যক্তিবর্গ।*



*কেআইআইটি ও কেআইএসএস জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উপস্থাপনায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেখানে শেক্সপিয়রের নাটক রোমিও ও জুলিয়েট, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ পরিবেশিত হয়। এছাড়া আদিবাসী অলচিকি ভাষার শতবর্ষ উদযাপিত হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক এবং পর্যটন মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, পদ্মশ্রী প্রাপক লিয়েন্ডার পেজ, পদ্মশ্রী প্রফেসার বিমল রায়।*



*রবীন্দ্র সরণিতে মহরমের মিছিল।* *ছবি: অদিতি সাহা*

## তারাতলা-কাণ্ডে মৃত্যু শ্যামনগরের কদমতলার স্বপন মণ্ডলের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর :** কলকাতার তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউনের শেড ভেঙে মৃত্যু হয়েছে শিল্পাঞ্চলের আরও একজনের। সেই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের শ্যামনগর বাসুদেবপুর কদমতলার বাসিন্দা স্বপন কুমার মণ্ডল ( ৫২)। তিনি পেশায় ঢালাই মিস্ত্রি ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে এসএসকেএম হাসপাতালের মর্গে তাঁর মৃতদেহ শনাক্ত করা হয়। শুক্রবার মৃত স্বপন মণ্ডলের বাড়িতে যান জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার। তিনি অসহায় পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। বিধায়ক রাজেশ কুমার বলেন, মণ্ডল পরিবারের যা ক্ষতি হয়েছে, সেটা কেউ পূরণ করতে পারবে না। স্বপন বাবুকে তিনি ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী মৃত পরিবার পিছু যা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন, সেটা যাতে মৃতদের পরিবারের কাছে পৌঁছয়, তিনি সেটা অবশ্যই দেখবেন। পাশাপাশি তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করবেন, যাতে মণ্ডল পরিবারের একজনকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। কারণ, স্বপন বাবু ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। প্রসঙ্গত, তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউনের শেড ভেঙে মৃত্যু হয়েছে জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের শ্যামনগর বিবেকানন্দ নগরের বাসিন্দা পাপ্পু কুমার রজকের। শুক্রবার মৃত পাপ্পু কুমার রজকের বাড়িতে গিয়ে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিধায়ক রাজেশ কুমার। যেহেতু পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন পাপ্পু। সেহেতু তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করবেন, যাতে তাঁর মেয়ের কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

## রবিবার ১২ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু, বিকল্প রুটে চলবে যানবাহন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য আগামী ২৮ জুন (রবিবার) টানা ১২ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু (দ্বিতীয় হুগলি সেতু)। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সেতু দিয়ে কোনও ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। এই সময় কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতকারী যানবাহনকে বিভিন্ন বিকল্প রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

কলকাতা ও হাওড়া সিটি পুলিশের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স -এর উদ্যোগে বিদ্যাসাগর সেতুর স্টে কেবল, হোল্ডিং-ডাউন কেবল এবং বেয়ারিং বদলের কাজ করা হবে। যাত্রী ও যানবাহনের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেতুতে যান চলাচল বন্ধ রাখা হচ্ছে। পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ স্বাক্ষরিত নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, মেরামতির কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট সময় বিদ্যাসাগর সেতু এবং তার সঙ্গে যুক্ত র‍্যাম্পগুলিতে যান চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে।

কোন পথে চলবে যানবাহন?

এজেসি বোস রোড ধরে জিরুট আইল্যান্ড থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পশ্চিমমুখী যানবাহন টার্ফ ভিউ হয়ে গ্রেড রোড, হেস্টিংস ক্রসিং, স্ট্র্যান্ড রোড, সেন্ট জর্জেস গেট রোড এবং হাওড়া ব্রিজ দিয়ে চলবে। জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ড থেকে কেপি রোড ধরে বিদ্যাসাগর সেতুমুখী যানবাহন ১১ নম্বর ফারলং গেট, হেস্টিংস ক্রসিং, স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

হাওড়া থেকে সিজিআর রোড ধরে বিদ্যাসাগর সেতুতে ওঠার যানবাহন হেস্টিংস ক্রসিং থেকে সেন্ট জর্জেস গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে যাবে। কলকাতা পুলিশ আরও জানিয়েছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজন হলে শহরের বিভিন্ন সংযোগকারী বা আর্টেরিয়াল রোড দিয়েও যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে। ওয়াই-পয়েন্ট র‍্যাম্প ব্যবহার করে বিদ্যাসাগর সেতুতে ওঠার পরিকল্পনা থাকলে সেখান থেকেও যানবাহনকে বিকল্প রুটে পাঠানো হবে। কেপি রোড, রেড রোড এবং হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। পুলিশের পক্ষ থেকে যাত্রীদের উদ্দেশে আবেদন, রবিবার যাঁদের কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতের পরিকল্পনা রয়েছে, তাঁরা যেন আগেভাগে বেরোন এবং ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশ মেনে চলেন।

## ভোট পরবর্তী হিংসায় অভিযুক্ত পাঁচ তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত মামলাগুলোর তদন্ত ফের শুরু হয়েছে। ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসায় অভিযুক্ত পাঁচ তৃণমূলকে নেতাকে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে খড়দা থানার পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে এলাকায় ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। ধৃত তৃণমূল নেতা



পিন্টু ভৌমিকের স্ত্রী দিশা ভৌমিক জানান, ২০২১ সালে বোমাবাজির অভিযোগে তাঁর স্বামীকে নাকি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দিশা ভৌমিক ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সেদিন বোমাবাজির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পানিহাটির দাপুটে তৃণমূল নেতা বুবাই মল্লিক। অথচ ওকে গ্রেপ্তার করা হল না। তাঁর অভিযোগ, মূল পান্ডা বুবাই মল্লিককে আড়াল করার চেষ্টা চলছে। উক্ত বোমাবাজির ঘটনায় জড়িত মূল মাথাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বৃহস্পতিবার সরব হলেন ধৃতের স্ত্রী দিশা ভৌমিক।

# তামান্না খাতুন হত্যাকাণ্ড: মায়ের আবেদনে সাড়া দিয়ে সরকারি আইনজীবী বদল করল রাজ্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বহু চর্চিত তামান্না খাতুন হত্যাকাণ্ড মামলায় সরকারি আইনজীবী বদল করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নিহতের মায়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এই মামলায় সরকারের পক্ষে সওয়াল করবেন প্রবীণ তথা বর্ষীয়ান সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়।

শুক্রবার সরকারি সূত্র মারফত জানা গেছে, এর আগে এই মামলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সুবেদী সান্যালকে। এখন তাঁর জায়গায় বিভাস চট্টোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করা হয়েছে; এই ধরনের সংবেদনশীল মামলায় দ্রুত শুনানি এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে যাঁর অত্যন্ত ভালো রেকর্ড রয়েছে।

জানা গেছে, তামান্না খাতুনের মা সাবিনা ইয়াসমিন শেখ দীর্ঘ দিন ধরে এই পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এই বিষয়ে তিনি এর আগেও রাজ্য সরকারের কাছে একাধিকবার অনুরোধ করেছিলেন।

সম্প্রতি তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে এই মামলায় দ্রুত ন্যায়ের দাবি জানান। এরপরই সরকারের পক্ষ থেকে পাবলিক প্রসিকিউটর বদল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সাবিনা শেখ বলেন, ওঁর (মুখ্যমন্ত্রীর) উদ্যোগের কারণেই প্রথমে এই মামলায় পলাতক পাঁচ



অভিযুক্তের গ্রেপ্তার সম্ভব হয়েছে এবং এখন সরকারি পক্ষকেও আরও শক্তিশালী করা হল।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৩ জুন কালীগঞ্জে বোমাবাজির একটি ঘটনায় তামান্না খাতুনের মৃত্যু হয়েছিল। অভিযোগ, বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ের শোভাযাত্রা চলাকালীন কিছু দুষ্কৃতী তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে দেশি বোমা ছুড়েছিল, যার ফলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ও সমাজমাধ্যমে এই মামলাটি অত্যন্ত চর্চায় ছিল। এবার নতুন সরকারি আইনজীবী নিয়োগের পর নিহতের পরিবার দ্রুত ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা দেখছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৭ জুন ২০২৬, ১৩ আষাঢ় ১৪৩৩, শনিবার

# কোমরে দড়ি বেঁধে হাঁটানো মানবাধিকার লঙ্ঘন, পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** স্বঘোষিত 'পুষ্পা' বা জাহাঙ্গির খানকে কোমরে দড়ি আর হাফপ্যান্ট পরিয়ে ফলতা এলাকায় ঘোরানোর ঘটনায় পুলিশের আচরণের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন পুষ্পার স্ত্রী রেজিনা বিবি। এরপরই এই ঘটনায় মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে কলকাতা হাইকোর্ট। এই ঘটনায় সেই মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো আচরণ জাহাঙ্গিরের সঙ্গে করা যাবে না। বিচারপতির আরো নির্দেশ, মামলাকারীর স্বামীর বিরুদ্ধে নতুন কোনো এফআইআর হয়েছে কি না তার রিপোর্ট সাতদিনের মধ্যে জমা দিতে হবে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১ জুলাই।

আদালত সূত্রে খবর, রাজ্যে পালাবদলের পর কোথাও তোলাবাজির অভিযোগে কাউকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কোথাও দুর্নীতির অভিযোগে কেউ গ্রেপ্তার হয়েছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন ছবি সামনে এসেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, ধৃতকে কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। ফলতার পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী ধৃত জাহাঙ্গির খানেরও এমন একটি ছবি সামনে এসেছে। জাহাঙ্গির খানের স্ত্রীর করা একটি মামলার প্রেক্ষিতে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যর পর্যবেক্ষণ, কোনও অভিযুক্তের কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানো কখনই আইনত সমর্থনযোগ্য নয়। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, কোনও ব্যক্তির মানবাধিকার যাতে লঙ্ঘিত না হয়, সেটা খেয়াল রাখতে হবে।

এদিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি বলেন, কোনও অভিযুক্তের কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানো কখনই আইনত সমর্থনযোগ্য নয়। সরকারি আইনজীবী তখন বলেন, কোমরে

দড়ি পরিয়ে ঘোরানোর বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়েও অনেক কিছু করা যায়। পুলিশের থেকে রিপোর্ট নিয়ে আমি আমি আমার বক্তব্য রাখব। রাজ্যের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিচারপতি জানান, জাহাঙ্গির খানের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় এমন কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। ধৃতের কোমরে দড়ি পরানো নিয়ে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, আমরা তো বারবার বলছি, কেউ অপরাধ করে থাকলে, দেশের যে আইন রয়েছে, সেই আইনের অধীনে বিচার হবে। তার বদলে কারও অপরাধ কী জানা গেল না, কেউ কাউকে দাগিয়ে দিল, তারপর তাঁর উপর হামলা করা, নিগ্রহ করা, জামা-কাপড় খুলিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া। এটার মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, বাহুবলি ক্ষমতার গ্যালারি শো রয়েছে। কিন্তু, তার সঙ্গে সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কী দোষ করেছিল, দোষী হলে দেশের আইনে তাঁর কী শাস্তি প্রাপ্য, তার সঙ্গে এগুলোর কোনও সম্পর্ক নেই।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ফলতার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। ফলতার পুনর্নির্বাচনের পর থেকে বেপাত্তা ছিলেন জাহাঙ্গির। পরে নেপাল সীমান্ত থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে কতগুটি মামলা রয়েছে, তা জানতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন তাঁর স্ত্রী রেজিনা বিবি। পাশাপাশি কোমরে দড়ি পরিয়ে প্যারেড করানোর অভিযোগ করা হয়।

## সিভিল ডিফেন্সের ভলান্টিয়ারদের এনডিআরএফ-এর ধাঁচে গড়তে চায় রাজ্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** তারাতলার বিপর্যয় থেকে এবার শিক্ষা। রাজ্যের সিভিল ডিফেন্সের ভলান্টিয়ারদের আরও প্রশিক্ষিত করতে চলেছে রাজ্য। সিভিল ডিফেন্সের ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ থাকলেও এনডিআরএফ-এর ধাঁচে তাদের গড়ে তুলতে চাইছে রাজ্য। মূলত সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ, বন্যা ও জল থেকে উদ্ধার, ভূমিকম্প মোকাবিলা, সাইক্লোন ও ঝড় মোকাবিলা, ভূমিধস, কীভাবে বিশেষ সুরক্ষা পোশাক ব্যবহার করতে হয় দেওয়া হবে তার প্রশিক্ষণ। আর সেই কারণেই রাজ্যের সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের এবার থেকে প্রশিক্ষণ নিতে হবে এনডিআরএফ-এর কাছ থেকে। আর এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই এই প্রশিক্ষণ দেওয়ানোর জন্য ইতিমধ্যেই সবুজ সঙ্কেত পেয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর।

সূত্রে খবর, রাজ্যে বর্তমানে প্রায় সিভিল ডিফেন্সের অধীনে ৮০ হাজার ভলান্টিয়ার রয়েছেন। তার মধ্যে বিভিন্ন জেলা জুড়ে ৭ থেকে ৮ হাজার ভলান্টিয়ার সক্রিয় রয়েছেন। খুব শীঘ্রই এই পরিকল্পনা কার্যকর

করতে চলেছে রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে, বিশেষ করে থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা ব্যবহার, ভিকটিম লোকেটর, স্যাটেলাইট ও ওয়্যারলেস যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক সরঞ্জামের মাধ্যমে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

এদিকে তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদামের ছাদ ভেঙে পড়ার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ছয় জনকে। তাঁদের মধ্যে চার জনের নামই এফআইআরে ছিল। জানা গিয়েছে, গুদামটির জমি কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ৩০ বছরের জন্য লিজ নিয়েছিল বেহরা ব্রাদার্স নামের একটি সংস্থা। তার মালিক শম্ভুনাথ বেহরাও গ্রেপ্তার হয়েছেন। গুদামের নকশাটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

## উদ্ধার হওয়া সোনা সব্যসাচী দত্তের, জেরায় স্বীকারোক্তি টিনার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত ঘনিষ্ঠ টিনা ভৌমিক সাহার বাড়ি থেকে যে তিন কেজি সোনা উদ্ধার সেই সোনা সব্যসাচী দত্তের, জেরায় চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি টিনা ভৌমিক সাহার। সব্যসাচী দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে তাঁকে নিয়ে নদিয়ায় টিনা ভৌমিক সাহার বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়িতে হানা দেয় বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। পরবর্তী ক্ষেত্রে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে সোনা উদ্ধার হয়। এরপরেই পুলিশের পক্ষ থেকে টিনা ভৌমিক সাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেই জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের কাছে টিনার স্বীকারোক্তি সোনাগুলি সব্যসাচী দত্তের বলেই। এদিকে এই বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার প্রসঙ্গে টিনা ভৌমিক সাহা আগে বলেছিলেন, 'পরিবারের ৭ মহিলা সদস্যের সোনা এক জায়গায় করে সিজার করেছেন। আইনত তথ্য প্রমাণ আছে। ট্যাক্স ফাইলে তোলা আছে। সংবিধান মেনে সোনা রেখেছি। রাত আড়াইটে-তিনটে নাগাদ এসব করেছেন ওনারা।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়,

টিনা ভৌমিক সাহা ২০১৮ থেকে এখনও পর্যন্ত নদিয়া জেলা পরিষদের সদস্য। তৃণমূল জামানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার চাকরি। দুর্নীতির মাধ্যমে চাকরির অভিযোগ তুলেছিলেন তেহট্টের প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহা। তাঁর বাবা বস্ত্র ব্যবসায়ী, শ্বশুরবাড়ি কৃষক পরিবার, পরবর্তীকালে একটি লজ তৈরি করেন। এছাড়াও সুবিশাল বাড়ি, গাড়ি, বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাট রয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। তৃণমূলের এই নেত্রী নদিয়া জেলার সভানেত্রী ছিলেন। সেই সুবাদে বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁর কলকাতায় যাতায়াত। সেই সূত্রে তৃণমূলের কলকাতার নেতা নেত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

একইভাবে সব্যসাচী দত্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। বেশ কয়েকবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সব্যসাচী দত্তকে টিনা ভৌমিক সাহার আমন্ত্রণে নদিয়ায় আসতে দেখা গিয়েছে, একইভাবে সব্যসাচী দত্তের আমন্ত্রণেও টিনা ভৌমিক সাহাকে কলকাতা যেতে দেখা গিয়েছে। কিছুদিন আগেই নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অনাস্থা আনতে উদ্যোগী হন টিনা ভৌমিক সাহা। তেহট্টের প্রয়াত বিধায়ক তাপস সাহার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল আদায়-কাঁচকলায়। মহুয়া মৈত্রের সঙ্গেও তার সম্পর্ক ভালো ছিল না। এক সময়ে কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি মহুয়া মৈত্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকলেও গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে দূরত্ব তৈরি হয়। এরপর থেকেই কলকাতার নেতা নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করেন টিনা।

### সাহিত্যসম্রাটের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

## বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষের কথাও স্মরণ মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর ১৮৯তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার কলকাতার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবন-এ শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি সাহিত্যসম্রাটের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। পরে নিজের এক্স (আগের টুইটার) হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, এবছর বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত ভারতের জাতীয় স্তোত্র বন্দে মাতরম-এর সার্ধশতবর্ষ পালন করা হচ্ছে। তাঁর সাহিত্যকীর্তি এবং দেশপ্রেমের আদর্শ আজও দেশের মানুষের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তোলে। তিনি আরও বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেননি, তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিও শক্তিশালী হয়েছে। তাঁর রচনা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেম ও আদর্শের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। পোস্টের শেষে মুখ্যমন্ত্রী সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁর অমর সৃষ্টি ও আদর্শ আগামী দিনেও মানুষের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেন।

## দখলদারির অভিযোগ এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইয়ের বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ফের সংবাদ শিরোনামে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সদস্য। একইসঙ্গে শিরোনামে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটও। তবে ৩০ বি নয়, এটি ৮০ এ হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট। বাড়ির নাম 'সোনার তরী'। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি এটি। চারতলা বাড়িটি নাকি দাঁড়িয়ে আছে এক দখল করা জমির উপর। বাড়ি সামনে রাস্তা। আর রাস্তার উল্টো পারে মস্ত গ্যারেজ। সেই গ্যারেজের জমিও নাকি অজিতের নিজের নয়। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন প্রতিবেশী রঞ্জনা হাজরা। এদিকে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এ জমি তাঁর কেনা, চাইলে দলিলপত্রও দেখাতে পারেন তিনি।

অন্যদিকে ৮০ বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাসিন্দা রঞ্জনা হাজরা। তাঁর দাবি, অজিতের বাড়ি ও অজিতের ওই গ্যারেজের জমি আসলে তাঁদের। দখল করে চারতলা বাড়ি বানিয়েছেন তৃণমূল জমানায় মমতার ভাই বাহুবলি অজিত। একইসঙ্গে রঞ্জনার দাবি, এলাকায় তাঁদের পূর্ব পুরুষের নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবসা। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের রাঙ্গ স্তার দু'পারে তাঁদের চার পুরুষের বেশ কিছু সম্পত্তি আছে। বেশ কয়েকটি ঠিকা ও কেনা জমি আছে তাঁদের। বারবার সেগুলো দেওয়ার

জন্য তাঁদের পরিবারের উপর চাপ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। সম্প্রতি জনতার দরবারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়ে এসেছেন তিনি।

এই ঘটনায় রঞ্জনার ভাইও জানান, পারিবারিক জমিতে থাকা ওই গ্যারেজটা ভাড়ায় দিয়েছিলেন তিনি ছিল। এটাই ছিল তাঁদের অন্যতম আয়ের উৎস। দাদুর কেনা জমি বলে দাবি করে তিনি জানান, 'এটাও দখল করে নেওয়া হয়। আমাকে মেরে হিঁচড়ে হিঁচড়ে কালীঘাট থানায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শান্তনু সিনহা বিশ্বাস তখন ওসি ছিলেন। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে কোনওদিন থাকতেন না। রাতারাতি দখল করেছেন অজিত।' সঙ্গে এও জানান, এতদিন এই পাড়ায় মিডিয়া ঢুকত না বলে কিছু জানানো সম্ভব হয়নি বলে অভিযোগ। রঞ্জনার ভাই বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেছি। পুরোপুরি ভরসা আছে এই সরকারের উপর।'

এদিকে হাজরা পরিবারের পুরো অভিযোগ অস্বীকার করে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই বাড়ির জমি কেনা। দলিলপত্র সবই আছে। দখলের গল্প যেটা বলা হচ্ছে, আসলে ওর কাকার জমি ও দখল করে বসে আছে। মামলা এখনও কোর্টে আছে। দখলের কোনও জায়গাই নেই।' পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'প্রয়োজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরাও কাগজপত্র দেখিয়ে আসব।'

## তারাতলা-কাণ্ডে ফিরহাদকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তারাতলার গুদাম ধস ঘিরে তদন্ত এগোতেই নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হল। শুক্রবার রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল প্রশ্ন তোলেন, শুধু তৎকালীন ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করলেই তদন্ত সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাঁর দাবি, অনুমোদন ও নির্মাণ, এই তিন পর্যায়ে যাঁদের প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল, তাঁদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা উচিত। সেই সূত্রেই তিনি প্রাক্তন পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের গ্রেপ্তারের দাবি তোলেন। তদন্তের স্বার্থে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনার দাবিও জানান তিনি।**

**ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ চলাকালীন ঘটনাস্থলে উপস্থিত শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, হুড়মুড় করে সব ভেঙে পড়ল, বেরিয়ে আসার সুযোগই পাইনি। আর এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে ধুলো আর চিৎকারে এলাকা ভরে যায়। মন্ত্রীর আরও অভিযোগ, নির্মাণে গুরুতর ত্রুটি এবং নিরাপত্তা বিধি উপেক্ষার ফলেই এই বিপর্যয়। যদিও তাঁর তোলা অভিযোগের জবাবে ফিরহাদ হাকিম এখনও প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। ইতিমধ্যেই বিশেষ তদন্তকারী দল এই কাণ্ডে যুক্ত একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে এবং নির্মাণের অনুমোদন, গুণগত মান ও নিরাপত্তা বিধি মানা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।**

## বিনিয়োগে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা, শিল্পের নতুন রূপরেখা তুলে ধরল রাজ্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** পশ্চিমবঙ্গকে ফের পূর্ব ভারতের অন্যতম শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শুক্রবার বিশেষ শিল্প-বাণিজ্য সম্মেলনে একের পর এক বড় বিনিয়োগের ঘোষণা সামনে এল। শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল 'দ্য ডন অফ বিকশিত বেঙ্গল'। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এবং দিল্লি কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বঙ্গে পেট্রোকেমিক্যাল, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, আবাসন, ডেটা সেন্টার এবং সেমিকন্ডাক্টর-সহ একাধিক ক্ষেত্রে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কথা জানানো হয়েছে। শিল্পমহলের বক্তব্য, দীর্ঘদিন পর রাজ্যে বিনিয়োগের পরিবেশ নিয়ে ইতিবাচক বার্তা মিলছে। তবে সবকিছুর সাফল্য নির্ভর করবে প্রকল্পগুলি কত দ্রুত বাস্তবায়িত হয়, তার উপর।

এদিনের সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরে নতুন করে আস্থা তৈরি হচ্ছে। তিনি স্বীকার করেন, অতীতে শিল্প ও ব্যবসার পরিবেশ নিয়ে অসন্তোষ ছিল। সেই পরিস্থিতি বদলে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করাই এখন সরকারের অগ্রাধিকার।

অর্থমন্ত্রী জানান, শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে কিছু নীতিগত পরিবর্তনের কথাও ভাবা হচ্ছে। তাঁর কথায়, জমি সংক্রান্ত বিধি আরও সহজ করা হবে। নির্দিষ্ট শর্তে ২৪ ঘণ্টা খুচরো ব্যবসা চালানোর সুযোগ দেওয়ার বিষয়েও ভাবা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, শিল্প গড়ে তোলার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, উদ্যোক্তারাও রাজ্যের উন্নয়নের মুখ হয়ে উঠবেন।

**সম্মেলনে একাধিক সংস্থা তাদের বিনিয়োগ পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে নতুন উৎপাদন কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে।**

সম্মেলনে একাধিক সংস্থা তাদের বিনিয়োগ পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে নতুন উৎপাদন কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে। এল অ্যান্ড টি ৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি মেগা ডেটা সেন্টার তৈরির ঘোষণা করেছে। সংস্থার দাবি, এর ফলে ভবিষ্যতে প্রায় ২৫ হাজার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রেও বড় বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে পিয়ারলেস। সংস্থাটি ১,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। এর পাশাপাশি অনকোলজি বা ক্যানসার চিকিৎসা বিভাগে ৪০০ কোটি টাকা, বারাসত জেলা হাসপাতালের উন্নয়নে ১৫০ কোটি টাকা এবং ২০২৯ সালের মধ্যে আবাসন ও শপিংমল প্রকল্পে আরও ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে।

সেমিকন্ডাক্টর শিল্পেও পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সংস্থা পিডাবলুসি, যা এই খাতে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই দিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সঞ্জীব সান্যাল বলেন, একসময় মাথাপিছু আয়ে বাংলা দেশের অন্যতম শীর্ষে ছিল। সেই জায়গা ফিরে পেতে কলকাতাকে আবার বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং অব্যবহৃত জমির উৎপাদনশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

প্রাক্তন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজও উন্নয়নের আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, আগামী দুই দশকে বাংলার বিপুল সংখ্যক শিশু-কিশোরকে খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। তাঁর মতে, তবেই রাজ্য থেকে আরও বেশি আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় উঠে আসবে।

শিল্পমহলের মতে, ঘোষিত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নই হবে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। কারণ বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ পেলে তবেই কর্মসংস্থান বাড়বে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রাজ্যের অর্থনীতিতে স্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

## টুরিস্ট ভিসা ফের চালুর ঘোষণায় স্বস্তির হাওয়া

## ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় নিউ মার্কেটের 'মিনি বাংলাদেশ'

**রাজীব মুখোপাধ্যায়**

প্রায় দু'বছর পর বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ফের টুরিস্ট ভিসা চালুর ঘোষণা হতেই স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকায়। এই এলাকার ব্যবসায়ীদের অনেকটাই নির্ভর করতে হয় বাংলাদেশ থেকে আসা পর্যটক ও চিকিৎসার জন্য আসা মানুষদের উপর। তাই ভিসা ফের চালু হওয়ার খবরে নতুন করে ব্যবসা ঘুরে দাঁড়ানোর আশা দেখছেন তাঁরা।

বৃহস্পতিবার ঢাকায় ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রে সাংবাদিক বৈঠকে বাংলাদেশে ভারতের নতুন হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী জানান, আগামী ২৮ জুন থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য আবার টুরিস্ট ভিসা দেওয়া হবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও সিলেটের ভিসা কেন্দ্র থেকে এই পরিষেবা মিলবে।

২০২৪ সালের ৫ অগস্ট বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার পর ভারত সরকার চিকিৎসা ও জরুরি প্রয়োজন ছাড়া প্রায় সব ধরনের ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। এরপর থেকেই নিউ মার্কেট, মার্কো স্ট্রিট, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, মির্জা গালিব স্ট্রিট ও রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের বহু ব্যবসা মার খায়। হোটেল, গেস্ট হাউস, রেস্তোরাঁ, মানি এক্সচেঞ্জ, ট্রাভেল এজেন্সি, ওষুধের দোকান, পোশাক ও প্রসাধনীর ব্যবসায় বড় ধাক্কা লাগে। ব্যবসায়ীদের দাবি, প্রায় ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ব্যবসা কমে গিয়েছিল।

নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ী কমরুদ্দিন মালিক বলেন, গত দু'বছর খুব কঠিন সময় কেটেছে। দোকানভাড়া, কর্মচারীদের বেতন, বিদ্যুতের বিল সব দিয়েও ব্যবসা প্রায় বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতি হয়েছিল। টুরিস্ট ভিসা ফের চালু হওয়ার খবর শুনে আবার আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

তিনি জানান, আগে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার বাংলাদেশি এই এলাকায় আসতেন। তাঁদের জন্য হোটেল, ট্রাভেল এজেন্সি, মানি এক্সচেঞ্জ, রেস্তোরাঁ-সহ নানা ধরনের ব্যবসা গড়ে উঠেছিল। পর্যটকদের

নিরাপত্তার জন্য ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে এলাকায় সিসিটিভি লাগানো হয়েছিল। ট্যাক্সিতে কারও ব্যাগ বা মূল্যবান জিনিস হারিয়ে গেলে সেই ফুটেজ দেখে খুঁজে পেতেও সাহায্য করা হত, বলেন তিনি।

ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মনীশ কুমার শাহ বলেন, এই সিদ্ধান্তের জন্য আমরা ভারতীয় হাইকমিশনারকে ধন্যবাদ জানাই। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা খুব খারাপ চলছিল। আগে প্রতিদিন ২০-২২টি বাস বাংলাদেশ থেকে যাত্রী নিয়ে আসত। এখন সেই সংখ্যা কমে চার-পাঁচটিতে নেমে এসেছে। টুরিস্ট ভিসা চালু হলে আবার আগের মতো ভিড় ফিরবে বলে আশা করছি। তিনি আরও বলেন, শুধু দোকান বা হোটেল নয়, হাসপাতাল, ট্রাভেল এজেন্সি, মানি এক্সচেঞ্জ ও পরিবহণের মতো অনেক ক্ষেত্রেই এর ফলে উপকৃত হবে। বাংলাদেশ থেকে আসা পর্যটকদের আরও ভালো পরিষেবা ও নিরাপত্তা দিতে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিও নতুন উদ্যোগ নেবে।

ব্যবসায়ীদের কথায়, বাংলাদেশ থেকে আসা অধিকাংশ মানুষ চিকিৎসা, কেনাকাটা, ঘোরাঘুরি বা আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় আসতেন। ভিসা বন্ধ থাকায় শুধু ব্যবসায়ী নন, হোটেল কর্মী, গাড়িচালক, ছোট দোকানদার এবং দিনমজুরদের রোজগারও কমে গিয়েছিল।

তাই ২৮ জুন থেকে টুরিস্ট ভিসা ফের চালু হওয়ার ঘোষণাকে ঘিরে নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ীদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। তাঁদের বিশ্বাস, ধীরে ধীরে বাংলাদেশি পর্যটকদের ভিড় বাড়লে আবার চাঙ্গা হবে এই এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য।

## সম্পাদকীয়

### বাল্যবিবাহ রুখতে রাজস্থানের পথেই মহারাষ্ট্র, বাকি রাজ্যগুলিও কি এবার ভাববে?

বাল্যবিবাহ বা নাবালিকা বিবাহ এক কঠিন সামাজিক অভিশাপ। আমাদের দেশ-সহ পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই সমস্যা প্রকট। অনেক চেষ্টা করেও এদেশ থেকে এই অভিশাপ দূর করা যায়নি। কিছুদিন আগে প্রকাশিত সরকারি তথ্যই বলছে, বাল্যবিবাহে দেশের মধ্যে এক নম্বরে রয়েছে আবার আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। বিক্ষিপ্ত ভাবে এই প্রথা দূর করতে কিছু কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও সার্বিক ভাবে এদেশে সেভাবে কোনও কাজ হয়নি। তবে এবার বাল্যবিবাহ দূর করতে এক অভিনব এবং অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপের কথা ভাবছে মহারাষ্ট্র সরকার। এর জন্য বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে হবু বর এবং কনের আসল জন্মতারিখ ছাপানো বাধ্যতামূলক করা প্রস্তাব করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই রাজ্য বিধানসভায় এই পরিকল্পনার কথা জানান রাজ্যের মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অদিতি তাঠকারে। মন্ত্রী জানান, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে রাজ্যে বাল্যবিবাহের হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনাই সরকারের মূল লক্ষ্য। তবে তথ্য বলছে মহারাষ্ট্র সরকারের এই উদ্যোগে নতুনত্ব কিছুই নেই। কারণ, দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে রাজস্থানে আগে থেকেই এই নিয়ম চালু আছে। মহারাষ্ট্র এবার রাজস্থান মডেলের পথে এগোতে চাইছে। এই নিয়ম চালু করার জন্য ইতিমধ্যেই রাজস্থান সরকারের সাহায্য নিচ্ছে একনাথ শিন্ডে প্রশাসন। রাজস্থানে আগে থেকেই বিয়ের কার্ডে বর-কনের জন্মতারিখ উল্লেখ করার চল রয়েছে। সেই মডেল কতটা সফল এবং তা কীভাবে কাজ করে, তা জানতে-বুঝতে মহারাষ্ট্র সরকারের তরফে রাজস্থানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, গ্রামীণ উন্নয়ন দফতর এবং আইন ও বিচার বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে এই নিয়ম মহারাষ্ট্রেও কতটা কার্যকর করা সম্ভব, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। তবে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, মহারাষ্ট্রে বাল্যবিবাহের হার আগের চেয়ে কমেছে। ২০১৯-২১ সালের সমীক্ষায় যেখানে বাল্যবিবাহের হার ছিল ২১.৯ শতাংশ, সেখানে ২০২৩-২৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৯.৬ শতাংশে। জাতীয় স্তরে এই হার বর্তমানে ২০.১ শতাংশ। এখন দেখার এই টোটকায় কতটা সাফল্য পায় মহারাষ্ট্র? এবার কী আমাদের রাজ্যও কিছু ভাববে?

### শব্দছক ২০১

রবি দাস

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ১ | | | ২ | ■ | ৩ | ৪ |
| ৫ | | ■ | ■ | ৬ | ৭ | ■ | |
| | ■ | ৮ | ৯ | ■ | ১০ | ১১ | |
| ১২ | ১৩ | | | ■ | ১৪ | | ■ |
| ■ | ১৫ | | ■ | ১৯ | | | ১৭ |
| ১৮ | | | ■ | ১৯ | | ■ | ১৭ |
| | ■ | ২০ | ২১ | ■ | ■ | ২২ | |
| ২৩ | | ■ | ২৪ | | | | ■ |

**পাশাপাশি:** ১. অপ্রাপ্তবয়স্ক মহিলা ৩. পিঞ্জর ৫. আইনগত অধিকার ৬. শিশু বা কাঁচা ৮. মৃতদেহ ১০. স্থিতিস্থাপক বস্তু ১২. সবে জন্মেছে ১৪. লাঙ্গল ১৫. সর্বদা ১৬. মিস্ত্রী ১৮. পুত্র ১৯. একপেশে ২০. লাউ ২২. মুখ ২৩. ছিদ্র ২৪. বেঁটে লোক

**ওপর-নিচ:** ১. নাসিকা ২. বায়স ৪. নফর ৫. যজ্ঞ ৭. সর্বদা সবুজ ৮. আনন্দ দেয় যা ৯. রাত্রি ১১. অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ১৩. পরিধেয় বস্ত্র ১৬. খুড়ো ১৭. গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ ১৮. চোর ২১. দুঃখ ২২. উপার্জন

**সমাধান ২০০ — পাশাপাশি:** ১. শাপ ৩. ব্যাহত ৬. ললিতা ৮. অলি ৯. পাদপ ১০. অমর ১২. চন্দ্র ১৩. ঘাস ১৪. নমনীয় ১৬. ময়লা ১৮. ভয় ১৯. বলাকা ২১. সপ্তক ২২. ভার

**ওপর-নিচ:** ১. শালতি ২. পলি ৪. হড়পা ৫. কলি ৭. তালিম ৮. অপচয় ১০. অসময় ১১. রশনাতৃপ্ত ১৫. নীরব ১৭. বিকার ১৮. ভগ্ন ২০. লাভা

### আজকের দিন

■ **১৯৫০** — মার্কিন রাষ্ট্রপতি দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যে কোরীয় যুদ্ধে আমেরিকান বিমান ও নৌবাহিনী পাঠানোর ঘোষণা দেন।

■ **১৯৬৯** — নিউ ইয়র্ক সিটির গ্রিনউইচ ভিলেজে স্টোনওয়াল দাঙ্গা শুরু হয়।

■ **১৯৭৩** — জন ডিন সিনেটের ওয়াটারগেট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিয়ে নিক্সন হোয়াইট হাউসের 'শত্রুদের তালিকা' তুলে ধরেন।

### জন্মদিন

পিটি উষা

**১৯১৯** *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্করের জন্মদিন।*

**১৯৩৯** *বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক রাহুল দেব বর্মনের জন্মদিন।*

**১৯৬৪** *বিশিষ্ট অ্যাথলিট পিটি উষার জন্মদিন।*

# গেরুয়া বসনে স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

**বেবি চক্রবর্তী**

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এমন কিছু নাম রয়েছে, যাঁদের অবদান সময়ের ধুলোয় অনেকটাই চাপা পড়ে গেছে, অথচ তাঁদের জীবন ছিল এক একটি দীপশিখার মতো। সেইসব বিস্মৃত অথচ অসামান্য মহাপুরুষদের অন্যতম হলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তিনি ছিলেন একাধারে ধর্মদার্শনিক, সাংবাদিক, সমাজসংস্কারক এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এক নির্ভীক সৈনিক। তাঁর জীবন ছিল ধর্মীয় সমন্বয়, জাতীয়তাবাদ এবং আত্মপরিচয়ের এক অনন্য অনুসন্ধান। তাঁর কলম যেমন বেদান্তের গভীরতায় নিমগ্ন ছিল, তেমনি তার প্রতিটি অক্ষরে জ্বলত পরাধীন ভারতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে যখন ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ তখন বাংলার আকাশে নবজাগরণের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সময় আবির্ভাব ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের। ১৮৬১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি হুগলি জেলার খন্যান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। জন্মসূত্রে তিনি ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়। শৈশবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও অনুসন্ধিৎসু। কলকাতায় শিক্ষালাভের সময় তিনি সমসাময়িক নবজাগরণ আন্দোলনের বিভিন্ন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন।

প্রথম জীবনে তিনি কেশবচন্দ্র সেন-এর আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। পরে খ্রিস্টধর্মের প্রতি গভীর আগ্রহ জন্মায় এবং ১৮৯১ সালে তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু ধর্মান্তরিত হলেও তিনি নিজের ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিচয় কখনও ত্যাগ করেননি।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ইউরোপীয় রূপে প্রচারিত খ্রিস্টধর্মকে ভারতীয় সমাজ সহজে গ্রহণ করবে না। তাই তিনি খ্রিস্টধর্মকে ভারতীয় বেদান্ত ও সন্ন্যাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেন। তিনি গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করতেন, উপনিষদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করতেন এবং নিজেকে ভারতীয় সন্ন্যাসীর আদলে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মতে, যিশুখ্রিস্টের শিক্ষা এবং বেদান্তের আধ্যাত্মিক সত্যের মধ্যে গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মের বাহ্যিক রূপ আলাদা হলেও সত্য এক এবং অভিন্ন। এই কারণে তাঁকে অনেকেই 'হিন্দু-ক্যাথলিক' বা 'ভারতীয় ক্যাথলিক সন্ন্যাসী' বলে অভিহিত করেন।

তাঁর অন্যতম বড় অবদান ছিল বেদান্ত দর্শনের আলোকে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা। তিনি চেষ্টা করেছিলেন ভারতীয় দার্শনিক পরিভাষায় খ্রিস্টধর্মকে প্রকাশ করতে। তাঁর মতে, ব্রহ্ম এবং ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে মৌলিক বিরোধ নেই। তিনি যিশুকে পরম সত্যের অবতাররূপে ব্যাখ্যা করেন এবং ভারতীয় ধর্মচিন্তার ভাষায় খ্রিস্টীয় তত্ত্বকে উপস্থাপন করেন। এই ভাবনা পরবর্তীকালে ভারতীয় খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বে একটি নতুন ধারার সূচনা করে।

১৯০২ সালে তিনি ইংল্যান্ড সফর করেন। সেখানে ভারতীয় দর্শন, বেদান্ত এবং ধর্মীয় সমন্বয় নিয়ে বক্তৃতা দেন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ইউরোপীয় পণ্ডিতমহলেও সমাদৃত হয়। তিনি পশ্চিমা জগৎকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে ভারত কেবল একটি উপনিবেশ নয়, বরং হাজার বছরের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

তাঁকে কেবল ধর্মতাত্ত্বিক হিসেবে দেখলে ভুল হবে। তাঁর প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে আছে তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনায়। তিনি বুঝেছিলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া কোনও জাতির আত্মিক মুক্তি সম্ভব নয়। তাই তিনি কলমকে অস্ত্র করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

তাঁর সম্পাদিত সংবাদপত্র 'সন্ধ্যা' ছিল সেই সময়ের এক জ্বলন্ত বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। প্রতিটি সম্পাদকীয় যেন বজ্রপাতের মতো আঘাত করত ব্রিটিশ শাসনের অহংকারে। তিনি লিখতেন নির্ভয়ে, আপসহীনভাবে। তাঁর ভাষা ছিল তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গাত্মক এবং আগ্নেয়গিরির লাভার মতো উত্তপ্ত। ইংরেজ শাসকদের অন্যায়, শোষণ ও জাতীয় অপমানের বিরুদ্ধে তিনি ধারালো শব্দে প্রতিবাদ জানাতেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-এর সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলে সমগ্র বাংলার মতো তিনিও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখায় উঠে আসে স্বদেশপ্রেমের তীব্র আহ্বান। তিনি মানুষকে বিদেশি পণ্য বর্জন, স্বদেশি শিল্পের বিকাশ এবং জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার বার্তা দেন। তাঁর কলমে স্বদেশি আন্দোলন পায় এক নতুন দার্শনিক ভিত্তি।

ব্রিটিশ সরকার দ্রুত বুঝতে পারে, এই মানুষটির হাতে বন্দুক নেই, কিন্তু তাঁর কলম হাজার বন্দুকের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। কারণ তিনি মানুষের মনের মধ্যে স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর লেখা পড়ে যুবসমাজ জেগে উঠছিল, আত্মমর্যাদার নতুন বোধে উদ্বুদ্ধ হচ্ছিল।

ফলে তাঁর বিরুদ্ধে শুরু হয় সরকারি দমননীতি। সংবাদপত্রের উপর নজরদারি বাড়ানো হয়, তাঁর লেখা বন্ধ করার চেষ্টা চলে। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব মাথা নত করেননি। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও তিনি ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থার নৈতিক বৈধতাকে প্রশ্ন করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন - 'আমি ফিরিঙ্গির আদালতে বিচার চাই না। আমার বিচার করবে আমার দেশবাসী এবং ইতিহাস।' এই উক্তি তাঁর অদম্য দেশপ্রেম ও আত্মসম্মানের পরিচয় বহন করে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি ধর্মীয় পরিচয়ের সংকীর্ণতা অতিক্রম করে সত্যের সন্ধান করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে খ্রিস্টধর্ম ও হিন্দু দর্শন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সংলাপ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে মানবকল্যাণের পথ দেখাতে পারে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে তাঁর অবদান আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি ছিলেন একাধারে ক্যাথলিক বিশ্বাসী, হিন্দু দর্শনের অনুরাগী এবং ভারতমাতার এক নিবেদিতপ্রাণ সন্তান।

তাঁর জীবন আমাদের শেখায় - ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিভাজন নয়, বরং মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সত্যের সন্ধান প্রতিষ্ঠা করা। তাই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কেবল একজন ধর্মচিন্তক নন, তিনি ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ও অনন্য নক্ষত্র।

রাজদ্রোহ মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার পর অসুস্থ অবস্থায় কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি হন। ১৯০৭ সালের ২৭ অক্টোবর তাঁর জীবনাবসান ঘটে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ধর্মের গেরুয়া, স্বদেশের অগ্নিশিখা।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এমন কিছু নাম রয়েছে, যাঁদের অবদান সময়ের ধুলোয় অনেকটাই চাপা পড়ে গেছে, অথচ তাঁদের জীবন ছিল এক একটি দীপশিখার মতো। সেইসব বিস্মৃত অথচ অসামান্য মহাপুরুষদের অন্যতম হলেন । তিনি ছিলেন একাধারে ধর্মদার্শনিক, সাংবাদিক, সমাজসংস্কারক এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এক নির্ভীক সৈনিক। তাঁর কলম যেমন বেদান্তের গভীরতায় নিমগ্ন ছিল, তেমনি তার প্রতিটি অক্ষরে জ্বলত পরাধীন ভারতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে যখন ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তখন বাংলার আকাশে নবজাগরণের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সময়েই আবির্ভাব ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের। জন্মসূত্রে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি হয়ে ওঠেন এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি ধর্ম ও জাতীয়তাবাদকে একসূত্রে গেঁথে ভারতীয় আত্মপরিচয়ের নতুন ভাষা নির্মাণ করেছিলেন।

তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কখনও নিজের ভারতীয় সত্তাকে বিসর্জন দেননি। গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে, বেদান্তের দর্শনকে হৃদয়ে ধারণ করে তিনি খ্রিস্টধর্মের ব্যাখ্যা করেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোকে। তাঁর বিশ্বাস ছিল;যে ধর্ম মানুষকে তার মাটি ও মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে, সেই ধর্ম কখনও পূর্ণ হতে পারে না।

কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবকে কেবল ধর্মতাত্ত্বিক হিসেবে দেখলে ভুল হবে। তাঁর প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে আছে তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনায়। তিনি বুঝেছিলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া কোনও জাতির আত্মিক মুক্তি সম্ভব নয়। তাই তিনি কলমকে অস্ত্র করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

তাঁর সম্পাদিত সংবাদপত্র 'সন্ধ্যা' ছিল সেই সময়ের এক জ্বলন্ত বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। প্রতিটি সম্পাদকীয় যেন বজ্রপাতের মতো আঘাত করত ব্রিটিশ শাসনের অহংকারে। তিনি লিখতেন নির্ভয়ে, আপসহীনভাবে। তাঁর ভাষা ছিল তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গাত্মক এবং আগ্নেয়গিরির লাভার মতো উত্তপ্ত। ইংরেজ শাসকদের অন্যায়, শোষণ ও জাতীয় অপমানের বিরুদ্ধে তিনি ধারালো শব্দে প্রতিবাদ জানাতেন।

১৯০৫ সালে -এর সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলে সমগ্র বাংলার মতো তিনিও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখায় উঠে আসে স্বদেশপ্রেমের তীব্র আহ্বান। তিনি মানুষকে বিদেশি পণ্য বর্জন, স্বদেশি শিল্পের বিকাশ এবং জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার বার্তা দেন। তাঁর কলমে স্বদেশি আন্দোলন পায় এক নতুন দার্শনিক ভিত্তি।

ব্রিটিশ সরকার দ্রুত বুঝতে পারে, এই মানুষটির হাতে বন্দুক নেই, কিন্তু তাঁর কলম হাজার বন্দুকের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। কারণ তিনি মানুষের মনের মধ্যে স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর লেখা পড়ে যুবসমাজ জেগে উঠছিল, আত্মমর্যাদার নতুন বোধে উদ্বুদ্ধ হচ্ছিল।ফলে তাঁর বিরুদ্ধে শুরু হয় সরকারি দমননীতি। সংবাদপত্রের উপর নজরদারি বাড়ানো হয়, তাঁর লেখা বন্ধ করার চেষ্টা চলে। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব মাথা নত করেননি। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও তিনি ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থার নৈতিক বৈধতাকে প্রশ্ন করেছিলেন।

ইতিহাসে অমর হয়ে আছে তাঁর সেই সাহসী অবস্থান। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, বিদেশি শাসকের আদালতে নিজের দেশপ্রেমের বিচার তিনি চান না। তাঁর কাছে মাতৃভূমির সেবা কোনও অপরাধ ছিল না, বরং ছিল পবিত্র কর্তব্য।

অত্যধিক মানসিক চাপ ও অসুস্থতার মধ্যে ১৯০৭ সালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠে ছিল না পরাজয়ের সুর। তাঁর ভাবনা ও সংগ্রাম স্বাধীন ভারতের পথকে আলোকিত করেছিল।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে কেবল একজন ধর্মচিন্তক হিসেবে নয়, একজন নির্ভীক দেশপ্রেমিক হিসেবেও স্মরণ করা উচিত। তিনি দেখিয়েছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু অস্ত্রের নয়, চিন্তারও; শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের নয়, সংবাদপত্রের পাতারও।

ধর্মের গেরুয়া বস্ত্রের আড়ালে তিনি ছিলেন এক অগ্নিপুরুষ। তাঁর হাতে ছিল না তরবারি, কিন্তু ছিল সত্যের দীপ্তি; তাঁর কণ্ঠে ছিল না যুদ্ধের হুঙ্কার, কিন্তু ছিল জাগরণের আহ্বান। তাই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আজও ইতিহাসের আকাশে জ্বলজ্বল করেন এক অনির্বাণ প্রদীপের মতো - যার আলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়, দেশপ্রেম কখনও পরাজিত হয় না, সত্য কখনও স্তব্ধ হয় না, আর স্বাধীনতার স্বপ্ন কখনও মৃত্যুবরণ করে না।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন এমন এক বিরল ব্যক্তিত্ব, যিনি ধর্মকে বিভেদের নয়, মিলনের সোপান হিসেবে দেখেছিলেন এবং দেশপ্রেমকে আত্মার সাধনার পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। তাঁর জীবন যেন ছিল দুটি স্রোতের মিলন - একদিকে বেদান্তের চিরন্তন আধ্যাত্মিকতা, অন্যদিকে স্বাধীনতার জন্য জ্বলতে থাকা জাতীয় চেতনার অগ্নিশিখা।

গেরুয়া বস্ত্রের আড়ালে তিনি ছিলেন এক নির্ভীক যোদ্ধা, যার হাতে অস্ত্র ছিল না, ছিল কলম; যার কণ্ঠে যুদ্ধের গর্জন ছিল না, ছিল জাগরণের মন্ত্র। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তির বিরুদ্ধে তিনি লড়েছিলেন চিন্তার শক্তি দিয়ে, আত্মমর্যাদার দীপ্তি দিয়ে এবং সত্যের প্রতি অবিচল আস্থায়।

আজ যখন ইতিহাসের পাতা উল্টে আমরা তাঁর জীবনকে ফিরে দেখি, তখন উপলব্ধি করি - ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কেবল একজন ধর্মদার্শনিক বা সাংবাদিক নন, তিনি ছিলেন এক যুগস্রষ্টা। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়, মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার ধর্মে নয়, তার মানবতায়; তার শক্তি অস্ত্রে নয়, তার আদর্শে।

সময়ের প্রবাহে বহু নাম বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়, কিন্তু কিছু মানুষ থেকে যান দীপস্তম্ভের মতো। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তেমনই এক অনির্বাণ শিখা, যাঁর আলো আজও জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং আত্মমর্যাদার পথকে আলোকিত করে চলেছে। ইতিহাসের আকাশে তিনি চিরকাল জ্বলবেন - ধর্মের গেরুয়া, স্বদেশের অগ্নিশিখা হয়ে।

### কোট-আনকোট

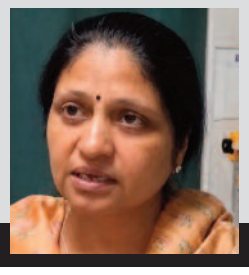

**মা হয়ে বলছি, যদি দোষ করে থাকে ওকে ফাঁসি দিন।**

*পুণে হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত সিয়া গয়ালের মা*

### লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

# দুর্গাপুরে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের আলোচনা সভা

## শিল্প-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানে জোর সরকারের: অগ্নিমিত্রা



**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** দুর্গাপুরে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প, বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিয়ে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘড়ুই, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট বাঙালি ব্যবসায়ীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বন্ধন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রশেখর ঘোষ। তিনি জানান, 'প্রায় পাঁচ বছর আগে কলকাতা থেকে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বাঙালি ব্যবসায়ীদের নিয়ে গড়ে ওঠা এই সংগঠন দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও নিজেদের কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে।' চন্দ্রশেখর ঘোষের বক্তব্য অনুযায়ী, 'সংগঠনের মূল লক্ষ্য আগামী প্রজন্মের বাঙালি যুবকদের ব্যবসার প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা। সেই লক্ষ্যেই বিভিন্ন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মতবিনিময়ের পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কাউন্সিল।' এদিনের সভায় উপস্থিত ব্যবসায়ীরা পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধিদের কাছে একাধিক দাবি ও প্রস্তাব তুলে ধরেন। তাদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনার পর অগ্নিমিত্রা পল আশ্বাস দেন, উত্থাপিত বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং যেখানে সম্ভব, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে। আলোচনা সভায় রাজ্যের শিল্প ও ব্যবসার ভবিষ্যৎ নিয়ে ইতিবাচক বার্তা উঠে আসে এবং বাঙালি উদ্যোক্তাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের ভূমিকা নিয়ে আশাবাদ প্রকাশ করেন উপস্থিত সদস্যরা।

# শাহজাহান ঘনিষ্ঠ উপপ্রধানের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানা ঘেরাও, বিক্ষোভ বিজেপির



**নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ:** বিজেপি কর্মীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান কে গ্রেপ্তারের দাবিতে মিনাখাঁ থানায় বিক্ষোভ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। এই ঘটনায় শুক্রবার উত্তাল হল মিনাখাঁ।

মূল ঘটনাটি ঘটে ২০২১ সালের। ওই ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে মিনাখাঁ থানার ধুধুরদহ এলাকার বিজেপি কর্মী বারিক মোল্লাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায় ধুতুরদহ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা হাসা মোল্লা। তুলে নিয়ে যায় জীবন থালা এলাকায়। সেখানে গিয়ে তাকে প্রথমে বেধড়ক মারধর করে এবং পরে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। ভাগ্যচক্রে গুলি লাগে বারিক মোল্লার পায়ে। মৃত মনেকরেই সেখানেই ফেলে রেখে চলে যায় হাসা মোল্লা ও তার দলবল। এলাকার মানুষ তড়িঘড়ি বাড়িক মোল্লাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বেশ কিছুদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর সুস্থ হয়ে ওঠেন বাড়িক মোল্লা। এরপর তিনি এবং তাঁর পরিবার মিনাখাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। কিন্তু ওই অভিযোগ পর্যন্তই থাকে। তদন্ত আর এগোয় না। সেই ঘটনার এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়নি হাসা মোল্লা। এতদিন তৃণমূলের রাজত্বে প্রভাব খাটিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়িয়েছে এই উপপ্রধান হাসা মোল্লা। এবার সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে বিচারের আশায় আবার সরব হয়েছে বারেক মোল্লা ও তার পরিবারসহ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। তাই শুক্রবার মিনাখাঁ থানায় তারা বিক্ষোভ দেখায় হাসা মোল্লাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে। পুলিশ আশ্বস্ত করলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

# মাদক বিরোধী দিবস কাঁকসায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** শুক্রবার ছিল আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস। সারা বিশ্বের পাশাপাশি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে মাদকদ্রব্য সেবনের বিরুদ্ধে সচেতনতার প্রচার চালানো হয় বিভিন্ন সংগঠন ও প্রশাসনের তরফ থেকে। সেই মতো কাঁকসা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে এদিন কাঁকসা থানার পুলিশ কর্মীরা এবং সিভিক ভলান্টিয়াররা ব্যানার পোস্টার হাতে নিয়ে কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তে সারাদিন ধরে সচেতনতার প্রচার চালান। যে সমস্ত জায়গা গুলিতে মানুষের ভিড় জমে থাকে এবং কাঁকসার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে গিয়ে এলাকার মানুষকে সচেতন করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয় মাদকদ্রব্য সেবন করলে তার ফল সমাজের ওপর যেমন মারাত্মকভাবে পড়ে, পাশাপাশি পরিবারের ওপরেও ভয়ংকর ক্ষতি ডেকে আনে। মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে কি কি ক্ষতি হতে পারে সেই সমস্ত বিষয়গুলি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয় এদিন।

# আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস পালন বর্ধমানে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসকের দপ্তর, পূর্ব বর্ধমান সমাজকল্যাণ দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ বিভাগ ও সমাজকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে আজ ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস পূর্ব বর্ধমান জেলায় জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল মহাশয়ার হাত দিয়ে উদ্বোধন হল নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের। এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ সজ্জার দায়িত্বে ছিল বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। এই সংস্থার হাত ধরে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত মানুষ নেশায় আসক্ত ছিলো তাদের নেশা ছড়িয়ে বাঁশ মাটি ও বেতের কাজে উৎসাহী করে তোলা হয়। ঐ সমস্ত মানুষের হাতে তৈরি জিনিস দিয়েই মঞ্চ সাজানোর কাজ করে এই সংস্থা। জেলা প্রশাসনের তরফে এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে বর্ধমানের মাটি দিয়ে বর্ধমানের শিল্পীর হাতে তৈরি মাটির গণেশ মূর্তি তুলে দেওয়া হয় জেলা শাসকের হাতে। সংস্থার সম্পাদক প্রলয় মজুমদার বলেন শুধু মৌখিকভাবে নেশা মুক্তির কথা নয়, ওইসব মানুষদের পুনর্বাসন ও আয়ের উপায় করে দিতে পারলে তবেই প্রকৃত অর্থে নেশামুক্ত সমাজ গড়া যাবে অন্যথায় অভাব, দিশাহীনতা মানুষকে আরও নেশাগ্রস্ত করে তুলবে।

# ফিল্মি কায়দায় পুলিশের ফাঁদ, গ্রেপ্তার তিন হেরোইন কারবারি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** রাত নামতেই অন্ধকারে ডুবে যায় পারপতিরামের মাঠ। বহুদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে হাইমাস্ট লাইট, চারপাশে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। কিন্তু সেই অন্ধকারের আড়ালেই যে রমরমিয়ে চলছিল মাদক কারবারের গোপন লেনদেন, তা বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের এক রুদ্ধশ্বাস অভিযানেই ফাঁস হয়ে গেল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পতিরাম থানার পুলিশ অন্ধকার মাঠে পাতা মারণ ফাঁদে পা দিয়েই হাতেনাতে ধরা পড়ল তিন হেরোইন কারবারি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পারপতিরামের ওই মাঠে মাদকের বড়সড় লেনদেন হবে, এমন খবর আগে থেকেই ছিল পতিরাম থানার ওসি অনন্ত মণ্ডল, এসআই আফরোজা ইসলাম এবং এসআই দেবাশিস আচার্য-সহ পুলিশের একটি বিশেষ দলের কাছে। সেই মতো বৃহস্পতিবার রাতে মাঠের চারপাশে ওত পেতে বসেছিলেন পুলিশ আধিকারিকরা। পরিকল্পনা অনুযায়ী, রাত বাড়তেই দুটি স্কুটিতে চড়ে মাঠে এসে পৌঁছায় দুই যুবক, যেখানে মাঠের অন্ধকারের মধ্যেই আগে থেকে অপেক্ষা করছিল আরও এক ক্রেতা। মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে সংকেত মিলতেই যখন হেরোইনের হাতবদল শুরু হয়, ঠিক তখনই চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ। আচমকা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে স্কুটি ফেলেই অন্ধকারের মধ্যে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্তরা। শুরু হয় পুলিশ ও অপরাধীদের রুদ্ধশ্বাস দৌড়। তবে শেষরক্ষা হয়নি। সিনেমার কায়দায় ধাওয়া করে মাঠের মধ্যেই তিনজনকে হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থল থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় দুটি স্কুটিও। ধৃতদের নাম সাদ্দাম সর্দার, ইরফান আলি ও অভিজিৎ রায়। ১৯ থেকে ২৪ বছর বয়সী এই ধৃত যুবকদের বাড়ি পতিরামের কদমতলি, মাহিনগর এবং গঙ্গারামপুর ব্লকের দোমুঠা বাঁশপাড়ায়। তাদের তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৪২ গ্রাম হেরোইন, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা। পরে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) বিক্রম প্রসাদ।

এলাকায় পাল্লা দিয়ে বেড়েছে চুরি ও ছিনতাইয়ের মতো অপরাধমূলক ঘটনা। পুলিশের এই বড়সড় সাফল্যকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

# ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের সূচনা রায়না-১ ব্লকের সেহারায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প (১০০ দিনের কাজ)-এর আওতায় ২০২৬-২৭ আর্থিক বর্ষের একটি নতুন প্রকল্পের কাজের সূচনা হল পূর্ব বর্ধমানের রায়না-১ ব্লকের সেহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সেহারা গ্রামে। প্রকল্পের নাম 'ওলাইচণ্ডীতলা টিউবওয়েলের পাশে কমিউনিটি সোক পিট নির্মাণ'। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতে কেটে ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্বোধন করেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র। জানা গিয়েছে, প্রকল্পে অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বাবদ ২,৭৮৮ টাকা এবং অন্যান্য খাতে ২৫,১৮২ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র, রায়না-১ ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) শুভাশিস রায়, সেহারা পুলিশ ফাঁড়ির আইসি নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, সেহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিক, বিশিষ্ট সমাজ কর্মী কাশিনাথ পাত্র এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এলাকার নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং গ্রামীণ পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

# বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিবস পালন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর:** শুক্রবার যথাযোগ্য মর্যাদায় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৮তম জন্মদিবস পালিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট-৮ এর সহযোগিতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক পরেশ চন্দ্র জানা। বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মজীবন, সাহিত্য সৃষ্টি ও দেশাত্মবোধের বিভিন্ন অংশ তুলে ধরেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা গান, কবিতা পরিবেশন ও শ্রুতি নাটক মঞ্চস্থ করে। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, আধিকারিক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও এনএসএসের স্বেচ্ছাসেবকরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক কুন্তল চট্টোপাধ্যায়।


**SBI** স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
আরএএসএমইসিসিসি-কাম এসএআরসি (১০২৬৪) ৪র্থ তল
মিউনিসিপাল হকার্স মার্কেট, বর্ধমান (৭১৩১০১)

**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু,
আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর অ্যাক্ট ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারকে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছি, যেখানে উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং তাদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখের উক্ত বিধিমালার ৮ নং বিধি অনুসারে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চার্জের অধীন হবে, যার জন্য পরিশোধিত অর্থ এবং তার উপর সুদ প্রযোজ্য হবে। **জামানতকৃত সম্পত্তি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।**

| অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা | বন্ধক/দায়বদ্ধ সম্পত্তির বিবরণ | দাবি নোটিশের তারিখ | দখলের তারিখ | বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| **ঋণগ্রহীতা : শ্রী রহমাতুল্লা শেখ, শাহাজাদপুর, নাদনঘাট, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ -৭১৩৫১৫** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাপ ৪ শতক কমবেশি তদস্থিত ভবন অবস্থিত আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫২১, এলআর খতিয়ান নং ৯৮৬, জেএল নং ১৫১, মৌজা- শাহাজাদপুর, বোগপুর জিপি অধীন, থানা : নাদনঘাট এবং জেলা : পূর্ব বর্ধমান, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১-৫৮৩৬-২০১৬ সালের, এডিএসআর পূর্বস্থলী, বর্ধমান এবং রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় **দলিল নং ১-১১৮৭-২০১৭ সালের,** এডিএসআর পূর্বস্থলী, বর্ধমান। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী রহমাতুল্লা শেখ,** শাহাজাদপুর, নাদনঘাট, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৫১৫। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পিডব্লুডি রোড, দক্ষিণে : কালীপদ দাসের সম্পত্তি, পূর্বে : নিকাশি। পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি। | ০৬.০৪.২০২৬ | ২৫.০৬.২০২৬ | **১১১২৪৮১.০০ টাকা (এগার লাখ বারো হাজার চারশ একাশি টাকা) (১০৫৪৪৫৭.০০ টাকা (এইচবিএল) + ৫৮০২৪.০০ টাকা (সুরক্ষা)] ০৬.০৪.২০২৬ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ। |

তারিখ - ২৫.০৬.২০২৬
স্থান - পূর্ব বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি বর্ধমান



**SBI** স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
আরএএসএমইসিসিসি-কাম এসএআরসি (১০২৬৪) ৪র্থ তল
মিউনিসিপাল হকার্স মার্কেট, বর্ধমান (৭১৩১০১)

**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু,
আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর অ্যাক্ট ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারকে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছি, যেখানে উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং তাদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখের উক্ত বিধিমালার ৮ নং বিধি অনুসারে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চার্জের অধীন হবে, যার জন্য পরিশোধিত অর্থ এবং তার উপর সুদ প্রযোজ্য হবে। **জামানতকৃত সম্পত্তি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।**

| অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা | বন্ধক/দায়বদ্ধ সম্পত্তির বিবরণ | দাবি নোটিশের তারিখ | দখলের তারিখ | বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| **ঋণগ্রহীতা : শ্রী প্রহ্লাদ দে,** পিতা শ্রী উত্তম দে **এবং শ্রী উত্তম দে** পিতা প্রয়াত গোবিন্দ দে, গ্রাম : কানুয়া, পোস্ট : ভাগ্যবন্তপুর, থানা : কালিগঞ্জ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩১৩০ | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ ২.২৫ ডেসিমেল তদস্থিত প্লট নং ৬১৮, এলআর খতিয়ান নং ২১৯৯, জেএল নং ৮১,মৌজা : কানুয়া, থানা : কালিগঞ্জ এবং জেলা নদিয়া, **রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং ১-১৭২৩-২০১৪ সালের,** এডিএসআর বেথুয়াডহরি, জেলা : নদিয়া। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম - শ্রী উত্তম দে,** পিতা প্রয়াত গোবিন্দ দে, গ্রাম : কানুয়া, পো : ভাগ্যবন্তপুর, থানা : কালিগঞ্জ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১৩০। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দীনবন্ধু দে এর সম্পত্তি। দক্ষিণে : সৃষ্টি দে এর সম্পত্তি। পূর্বে : কার্তিক বৈরাগ্য এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : সড়ক। | ০৬.০৪.২০২৬ | ২৫.০৬.২০২৬ | **৯,৯৫,৩৯৪.০০ টাকা (নয় লাখ পঁচানব্বই হাজার তিনশ চুরানব্বই টাকা) ০৬.০৪.২০২৬ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ। |

তারিখ - ২৫.০৬.২০২৬
স্থান - পূর্ব বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি বর্ধমান



ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
**মেসার্স ভুবনেশ্বরী সীফুড প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য**

**সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | কর্পোরেট ডেটরের নাম | **মেসার্স ভুবনেশ্বরী সীফুড প্রাইভেট লিমিটেড** |
| ২. | কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ | ২৭.০৫.২০১৫ |
| ৩. | যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত | রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা (আরওসি কলকাতা ১) |
| ৪. | কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং | U05004WB2015PTC206490 |
| ৫. | কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা | ইউনিট নং ৪০৩, ৫ম তল, ১২২, লেনিন সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৩ |
| ৬. | কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ | ২২.০৬.২০২৬ (নির্দেশ কপি গৃহীত ২৪.০৬.২০২৬) |
| ৭. | ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ | ১৯.১২.২০২৬ (ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন) |
| ৮. | অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর | **শ্রীমতী তৃপ্তি আগরওয়াল IBBI/IPA-001/IP-P-02809/2023-2024/14316** |
| ৯. | বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল | **ঠিকানা :** ৯সি, একতা রেসিডেন্সি, ১৭৪এ মাণিকতলা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৪ **ইমেল : ip.tripti@gmail.com** |
| ১০. | সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল | **ঠিকানা :** ১২ পার্ক লেন, কলকাতা - ৭০০০১৬ **ইমেল : ibc.bhubaneshwari@gmail.com** |
| ১১. | দাবি দাখিলের শেষ তারিখ | ০৮.০৭.২০২৬ (২৪.০৬.২০২৬ থেকে ১৪ দিন) |
| ১২. | বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত | প্রযোজ্য নয় |
| ১৩. | সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম) | প্রযোজ্য নয় |
| ১৪. | (ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত | **Web link:https://ibbi.gov.in/home/downloads** প্রযোজ্য নয় |

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে **মেসার্স ভুবনেশ্বরী সীফুড প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২২.০৬.২০২৬ তারিখে (নির্দেশ কপি গৃহীত ২৪.০৬.২০২৬)
**মেসার্স ভুবনেশ্বরী সীফুড প্রাইভেট লিমিটেড**-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ৮ জুলাই ২০২৬ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

তৃপ্তি আগরওয়াল
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02809/2023-2024/14316
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার
এএফএ বৈধ : ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত
তারিখ : ২৭.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা



FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
[(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)]
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SWADESHI MERCHANTS PRIVATE LIMITED

**RELEVANT PARTICULARS**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Name of corporate debtor | **SWADESHI MERCHANTS PRIVATE LIMITED** |
| 2. | Date of incorporation of corporate debtor | 25th February, 2009 |
| 3. | Authority under which corporate debtor is incorporated / registered | Registrar of Companies, Kolkata I |
| 4. | Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor | U51900WB2009PTC133119 |
| 5. | Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor | 31, Sir Hariram Goenka Street, Kolkata-700007, West Bengal |
| 6. | Insolvency commencement date in respect of corporate debtor | 22nd June, 2026 |
| 7. | Estimated date of closure of insolvency resolution process | 180 days from date of commencement of resolution process, which is 18th December, 2026 |
| 8. | Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional | Name : Sudipta Ghosh Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P00484/2017-18/10872 |
| 9. | Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board | Address : 8, N. N. Mukherjee, 3rd Lane, Uttarpara, Hooghly - 712258, West Bengal. **E-Mail ID: sudipta_ghosh08@yahoo.com** |
| 10. | Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional | Address: 29C, Bentinck Street, 2nd Floor, Kolkata - 700069, West Bengal **E-Mail ID: cirp.swadeshimerchants@gmail.com** |
| 11. | Last date for submission of claims | 06th July, 2026 |
| 12. | Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional | NIL |
| 13. | Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class) | Not Applicable |
| 14. | (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at: | Weblink: http://www.ibbi.gov.in/downloadform.html Physical Address: As mentioned against item No. 10 |

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of corporate insolvency resolution process of the **Swadeshi Merchants Private Limited** on 22nd June, 2026. The said order has been received by the undersigned from Hon'ble NCLT, Kolkata on 24th June, 2026.
The creditors of **Swadeshi Merchants Private Limited** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 06th July, 2026 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorised representative of the class [specify class] in Form CA.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
Sudipta Ghosh
Name and Signature of Interim Resolution Professional
Date: 27.06.2026
Place: Kolkata



ফর্ম জি
প্রাইম মুভার্স অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড -এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে "অটোমোবাইল স্পেয়ার পার্টস ট্রেডিং" পরিচালনকারী
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

| ক্রম | সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত | |
|---|---|---|
| ১. | প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম | **প্রাইম মুভার্স অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রা. লি.** PAN : AABCP4993R CIN : U34201WB1986PTC040860 |
| ২. | রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা | ৫, সুতারকিন স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০৭২ পশ্চিমবঙ্গ |
| ৩. | ওয়েবসাইটের ইউআরএল | primemovers.sipl@gmail.com |
| ৪. | যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত | কর্পোরেট দেনাদারের তারাতলা, পশ্চিমবঙ্গে স্টক আকারে সম্পদ রয়েছে |
| ৫. | প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা | অটোমোবাইল স্পেয়ার পার্টস ট্রেডিং |
| ৬. | বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য | শেষ প্রাপ্ত নিরীক্ষিত আর্থিক বর্ষ ২০২৪-২৫ এর তথ্যাদি অনুযায়ী কার্যাদি থেকে রাজস্ব ৩৫৩২.৩১ লাখ টাকা |
| ৭. | কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা | জানা নেই |
| ৮. | বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত : | আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ এর নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্যাদি প্রাপ্ত। এই আর্থিক তথ্যাদি, বিনিয়োগারীগণের তালিকা সহ আরপি নিকট ইমেল primemovers.sipl@gmail.com পাঠিয়ে জানা যাবে। |
| ৯. | প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত : | আরপি নিকট ইমেল primemovers.sipl@gmail.com পাঠিয়ে জানা যাবে। |
| ১০. | আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ | **মঙ্গলবার, ১১ আগস্ট ২০২৬** |
| ১১. | সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ | শুক্রবার ২১ আগস্ট ২০২৬ |
| ১২. | সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ | বুধবার ২৬ আগস্ট ২০২৬ |
| ১৩. | সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ | শনিবার ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| ১৪. | মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের নিকট | বৃহস্পতিবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (যোগ্য পিআরএ-কর্তৃক 'নন-ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট' -এর অনুরোধ প্রাপ্তির সাপেক্ষে) |
| ১৫. | রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ | **শনিবার ১০ অক্টোবর ২০২৬ (বিচারিক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে)** |
| ১৬. | আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি | primemovers.sipl@gmail.com |
| ১৭. | কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত | কর্পোরেট দেনাদার 'মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ' মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিবন্ধিত রেজিস্ট্রেশন নম্বর - UDYAM-WB-10-0001074) |

শ্রী অনুপ কুমার সিং
প্রস্তাব পেশাদার, প্রাইম মুভার্স অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড
IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322
তারিখ এবং স্থান : ২৭ জুন, ২০২৬, কলকাতা
এএফএ বৈধ : ৩০/০৬/২০২৭ পর্যন্ত; স্যুট ১বি, ২য় তল, ২২/২৮এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত



**এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড**
**রেজিস্টার্ড অফিস:** এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
**CIN No.:** L67120MH2008PLC181833
**ব্রাঞ্চ অফিস:** কোলকাতা

L&T Finance

**দখল বিজ্ঞপ্তি**
**[রুল-8(1)]**

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট অ্যাক্ট 2002-এর অধীনে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড (পূর্বেকার এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিঃ)-এর অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ায় এবং সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002-এর [রুল 3] সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13(12) দ্বারা নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/আদায় পর্যন্ত অধিকন্তু সুদ ও অন্যান্য মাসুল সহ একত্রে কথিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে নিম্নে যুক্ত করা দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারদের তলব করে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত রুলের রুল 8 সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13 অধীনে তাঁর উপর নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধীনে এরমধ্যে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

| লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম | বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ | ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ | ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹) | তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ |
|---|---|---|---|---|---|
| H082HL25061711362 6, H082HT25062917430 6, H082HL25061711362 6L | 1. গোপাল সাহা - ঋণগ্রহীতা 2. অর্পিতা সিংহ - সহ-ঋণগ্রহীতা | অনুসূচি-I ফোর্থ ফ্লোরে সমগ্র ফ্ল্যাট নং 4বি। যেটা 24 পরগণা (উত্তর) জেলাতে দমদম মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড নং 2, থানা - দমদম, কাশীপুর দমদমে অ্যাডিশনাল সাব রেজিস্টার অফিস অন্তর্গত, খতিয়ান নং 28, তৌজি নং 1163, আর.এস. নং 74, জে.এল. নং 9, মৌজা - বাদর, হোল্ডিং নং 17 বহন করা তরুণ সেন পল্লী, কোলকাতা - 700 079 অধীনে, দাগ নং 514 অধীনে থাকা ও অবস্থিত সম্পত্তিতে স্বার্থের ওপর আনুপাতিক ভাগীদারির সঙ্গে একত্রে ইমারতে 1050 বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া, মার্বেল মেঝে, বিউটি অ্যাপার্টমেন্টে 3 (তিন) বেডরুম, এক (1) ডাইনিং কাম ড্রইং স্পেস, 1 (এক) ওপেন কিচেন, 1 (এক) ব্যালকনী/বারান্দা এবং 2 (দুই) বাথ ইত্যাদি আছে। | 09/04/2026 | 07/04/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ52,12,363.09/- (টাকা বাহান্ন লাখ বারো হাজার তিনশো তেষট্টি এবং নয় পয়সা) | 24-06-2026 প্রতীকমূলক দখল |
| H082HL24091621004 7, H082HL24091621004 7L, H082HL24091621004 7G | 1. বিভাস মজুমদার - ঋণগ্রহীতা 2. জলী মজুমদার - সহ-ঋণগ্রহীতা | অনুসূচি-I ফোর্থ ফ্লোরে, মেঝে টাইলস এবং লিফ্ট সুবিধা সহ কভার্ড কম বা বেশী 940.13 বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ পরিমাপের স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসনিক ফ্ল্যাট নং ক হওয়া সম্পত্তিতে অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগীদারি বা স্বার্থের সঙ্গে একত্রে উহাতে দুটো বেডরুম, একটা ডাইনিং কাম লিভিং রুম, দুটো টয়লেট, একটা কিচেন এবং একটা ব্যালকনী আছে। যেটা জেলা - উত্তর 24 পরগণা, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে, থানা - খড়দহ, হোল্ডিং নং 45/83, ওয়ার্ড নং - 9, খড়দহ মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যেই এল.আর. দাগ নং 3300'র অনুরূপ আর.এস. দাগ নং 1192/1314'তে সম্বলিত আর.এস. খতিয়ান নং 271 এবং এল.আর. খতিয়ান নং 1137, 278'য়ে অন্তর্ভুক্ত থাকা মৌজা - রহড়া, জে.এল. নং 3, আর.এস. নং 61, তৌজি নং 3'য়ে অবস্থিত জমির ওপর নির্মিত হওয়া "বসুধা অ্যাপার্টমেন্ট" হিসাবে পরিচিত ইমারত, যার চতুর্সীমা নিম্নরূপ - পূর্বদিকে : ফ্ল্যাট নং B, পশ্চিমদিকে : ওপেন স্পেস, উত্তরদিকে : সিঁড়ি এবং লিফ্ট, দক্ষিণদিকে : ওপেন স্পেস। | 09/04/2026 | 07/04/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ 28,10,805.73/- (টাকা আঠাশ লাখ দশ হাজার আটশো পাঁচ এবং তিয়াত্তর পয়সা) | 24-06-2026 প্রতীকমূলক দখল |

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 27.06.2026
স্থান: কোলকাতা
স্বাক্ষরিত
**অনুমোদিত আধিকারিক**
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

# সিএমইআরআই-এর প্রযুক্তিতে বর্জ্য থেকে সম্পদ গড়ার পরিকল্পনা

## দুর্গাপুরে পরিদর্শনে অগ্নিমিত্রা পলের বার্তা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে দুর্গাপুরের সিএমইআরআই-এর (সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট) প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগের কথা জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল।

শুক্রবার সিএমইআরআই পরিদর্শনে এসে তিনি জানান, 'প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে জ্বালানি, জৈব বর্জ্য থেকে জৈব সার, শুকনো পাতা থেকে বিকল্প জ্বালানি এবং নির্মাণ বর্জ্য থেকে কম খরচে ইট তৈরির মতো



প্রযুক্তি রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় কার্যকর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।' মন্ত্রী আরও জানান, 'এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় জমি দেবে এবং সিএমইআরআই প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। এই যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা বর্জ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণের জন্য আধুনিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।' তাঁর দাবি, 'বর্জ্য আলাদা করে পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন পরিবেশ দূষণ কমবে, তেমনি পুরসভাগুলির রাজস্ব আয়ের নতুন সম্ভাবনাও তৈরি হবে।' পরিদর্শনের সময় অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'অতীতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের গবেষণা ও প্রযুক্তিকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণা তৈরি করা হয়েছিল যে, কেন্দ্র বাংলা রাজ্যকে বঞ্চিত করছে। বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন সবাই বুঝতে পারছেন কেন ডবল ইঞ্জিনের সরকার দরকার বলেছিলাম।' মন্ত্রী আরও জানান, 'নগর উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সিএমইআরআই-কে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা বর্জ্য নিষ্পত্তির কাজে সিএমইআরআই-এর উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।'

## কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ

# বিধায়কের আশ্বাসে ফের গতি পেল ভাবাদিঘির রেল প্রকল্প ও উন্নয়নের কাজ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** আবারও সংবাদের শিরোনামে উঠে এল গোঘাটের ভাবাদিঘি। শুক্রবার হঠাৎ করে ভাবাদিঘির মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল লাইনের কাজ বন্ধ করে দেয়। ভাবাদিঘির উপর রেল ব্রিজ তৈরির কাজ বন্ধ করে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রকাশ করে। অবশেষে খবর পেয়ে ভাবাদিঘি যান গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগার। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন গোঘাটের ওসি মধুসূদন পাল, গোঘাট এক নম্বর ব্লকের বিডিও শান্ত চক্রবর্তী-সহ রেলের প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ভাবাদিঘির মানুষের সঙ্গে তারা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করে প্রশাসনের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো দ্রুত পূরণ করার আশ্বাস দেন। এরপর একদিকে যেমন রেল লাইনের কাজ শুরু হয় তেমনি ভাবাদিঘিতে উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। এই বর্ষাতে ওই গ্রামের ছাত্র ছাত্রীরা বেহাল রাস্তার জন্য স্কুলে যেতে পারছিল না। তাই এদিন দ্রুত কাজ শুরু হয়। পাশাপাশি স্কুলের কাজও শুরু হয়। প্রসঙ্গত, প্রশাসনের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ার অভিযোগ তুলে সকাল থেকেই নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। প্রায় এক দশকের



আন্দোলন, আইনি জটিলতা এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আদালতের নির্দেশে ভাবাদিঘির উপর রেল ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, জমি-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে প্রশাসন, রেল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়দের মধ্যে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে একাধিক আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, তার অধিকাংশই এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। সেই ক্ষোভ থেকেই এদিন ভাবাদিঘিতে জড়ো হয়ে বিক্ষোভে সামিল হন গ্রামবাসীরা এবং রেল ব্রিজ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন। অবশেষে বিধায়কের হস্তক্ষেপে অচলাবস্থা কাটে। এই বিষয়ে ভাবাদিঘি আন্দোলনের নেতা সুকুমার সাঁতরা বলেন, 'রেল লাইন তৈরিতে আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করছিলাম। কিন্তু প্রশাসনের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। তাই গ্রামবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে কাজ বন্ধ করে। তবে গোঘাটের বিধায়ক এসেছিলেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন এবং রাস্তা ও স্কুল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি রেল লাইনের কাজও শুরু হয়েছে।' অপরদিকে গোঘাট বিধায়ক প্রশান্ত দিগার জানান, 'কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। তাই সাময়িকভাবে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা ও সমন্বয় বজায় রেখেই আগামী দিনে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।' সবমিলিয়ে বর্তমানে বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগারের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় বলেই জানা গেছে।

## আউশগ্রামেও ডিমথেরাপি

# গ্রেপ্তার ছেলে-সহ তৃণমূল নেতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** শুক্রবার আউশগ্রামেও দেখা গেল ডিম থেরাপি।দীর্ঘ দের মাস ধরে লুকিয়ে থাকার পর গ্রেপ্তার হল আউশগ্রামের দাপুটে তৃণমূল নেতা ও তার ছেলে। তোলাবাজি থেকে শুরু করে বিজেপি কর্মীদের হুমকি দেওয়া সহ-নানা অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। গত বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে এলাকা ছাড়া ছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম দু নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালন ও তার ছেলে যুবনেতা আফজাল রহমান ওরফে সঞ্জু।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই দুই জন প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমে গিয়ে গা ঢাকা দেয়। সেখানে যাওয়ার আগে মোবাইলে ফোনের সমস্ত সিম বন্ধ করে দেয়। সমস্ত ধরণের যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে নিজেদের। অন্যদিকে, দুই জনের খোঁজে তল্লাশি চালায় পুলিশ। শেষ পর্যন্ত তাদের গ্রেফতার করে শুক্রবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে আউশগ্রাম থানার পুলিশ। তবে কোথা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় সে বিষয়ে পুলিশ কিছু জানায় নি। এদিন লালন আর তার ছেলে শেখ সঞ্জু বা আফজাল রহমানকে কোমরে দড়ি পরিয়ে ও মাথায় ক্রিকেট খেলার হেলমেট



পরিয়ে বর্ধমান আদালতের উদ্দেশ্যে আউশগ্রাম থানা থেকে বার করতেই থানার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বিজেপি কর্মীরা তাদের দুইজনকে লক্ষ করে চোর স্লোগান দিতে থাকে। চলে ডিম বৃষ্টি। বিজেপির অভিযোগ, এই আব্দুল লালন এলাকার মানুষের কাছে নিজেকে ঈশ্বরের দূত হিসেবে পেশ করতো। নিজেকে মানুষের কাছে দাতা হিসেবে পরিচয় তৈরি করেছিল। বেআইনিভাবে বালির ব্যবসা সহ নানান অনৈতিক কাজের সাথে সে যুক্ত ছিল। জেলা পরিষদ হোক বা পঞ্চায়েত বা সমিতির টেন্ডার,সবই তার ছেলে পেতো।তার বিরুদ্ধে কথা বললেই তার আর রক্ষে ছিল না। ২০২১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর মাসে আউশগ্রামের যুব তৃণমূল নেতা চঞ্চল বক্সি দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলিতে খুন হন। সেই খুনের ঘটনায় বিহার থেকে খুনিদের গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাদের সাথে আরও দুই তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার হয়। সেই দিনের ঘটনার সাথেও এই আব্দুল লালনের যোগ রয়েছে বলে বিজেপির ও স্থানীয় তৃণমূলের দাবি। বিজেপির অভিযোগ, আব্দুল লালন বা দাতা লালন তৃণমূলের সরকারে রীতিমত পুলিশকে সেটিং করে রেখে ছিল। যার কারণে কোনো দিনই পুলিশ তাকে কোনো অভিযোগে গ্রেপ্তার করে নি। তবে বর্তমানে বাংলায় বিজেপির সরকার গঠন হয়েছে। রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে ফলে কোনো ভাবেই কোনো অপরাধী ছাড় পাবে না। আব্দুল লালন ও তার ছেলের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব ও আউশগ্রামের মানুষ।

# বিজেপির মহিলা নেত্রীকে হেনস্থা, তোলপাড় বীরভানপুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** বিজেপির এক মহিলা নেত্রীকে হেনস্থার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার অন্তর্গত বীরভানপুর এলাকা। অভিযোগের তির বিজেপিরই শক্তি প্রমুখ নিমাই তন্তুবায়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে বচসার একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তবে ভাইরাল ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা।

অভিযোগকারী, বীরভানপুর এলাকার বিজেপির সক্রিয় নেত্রী মালতি বাউড়ির দাবি, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের ফর্ম ফিল-আপকে কেন্দ্র করেই এই বিতর্কের সূত্রপাত। তাঁর অভিযোগ, নিমাই তন্তুবায় সরকারি প্রকল্পের ফর্ম নিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন, যার ফলে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতেই তাঁকে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। মালতি বাউড়ির আরও অভিযোগ, দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি তেজনারায়ণ মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ নিয়ে নিমাই তন্তুবায় দীর্ঘদিন ধরে এলাকার প্রবীণ ও সক্রিয় বিজেপি কর্মীদের কোণঠাসা করে রাখছেন। ঘটনার প্রতিবাদে রাতেই কোকওভেন থানায় জড়ো হন একাধিক বিজেপি কর্মী। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপির দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি তেজনারায়ণ মণ্ডল। তাঁর দাবি, এটি বিজেপির কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়। বরং ক্ষমতার বাইরে থেকে তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছে। তবে এই ধরনের কৌশলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না এবং তাতে তৃণমূল কোনও রাজনৈতিক সুবিধা পাবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

# বারাবনির 'ত্রাস' তৃণমূল নেতা অসিত সিং গ্রেপ্তার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** বারাবনির 'ত্রাস' তথা দাপুটে তৃণমূল নেতা অসিত সিংকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে বাংলা- ঝাড়খন্ড সীমানা থেকে তাঁকে ও তাঁর দুই সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে তাঁকে আসানসোল আদালতে তোলা হলে চরম উত্তেজনা ছড়ায় আদালত চত্বরে। আদালতে ঢোকার মুখেই অসিত সিংকে লক্ষ্য করে 'চোর চোর' স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। এমনকি তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়ারও চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্যবাহিনী প্রচেষ্টায় তা ব্যর্থ হয়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের বচসা ও ধস্তাধস্তির সৃষ্টি হয়। বারাবনি ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসিত সিং বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই ভোট-পরবর্তী হিংসা-সহ একাধিক ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে পলাতক ছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ঝাড়খণ্ড সীমানার ডুবুরডিহি চেকপোস্ট থেকে তাঁকে এবং তাঁর ভাই তথা পানুরিয়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়াও ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর থেকে ধরা হয় অসিত সিং ঘনিষ্ঠ তথা বারাবনির কুখ্যাত দুষ্কৃতী হিসাবে পরিচিত আকবর আলমকেও। উল্লেখ্য, আগেই পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল অসিতের ছোট ভাই পিন্টু সিং। ফলে, এই গ্রেপ্তারির মধ্যে দিয়ে বারাবনিতে অপরাধমূলক



কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত সিং পরিবারের গ্রেপ্তারির বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। নিরাপত্তার কারণে বৃহস্পতিবার রাতে ধৃতদের বারাবনির বদলে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় অন্তর্গত হীরাপুর থানায় রাখা হয়েছিল। এর আগে গত ১৮ জুন সালানপুরের আরেক তৃণমূল নেতা ভোলা সিংকেও গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। বারাবনি এলাকায় 'ত্রাস' হিসেবে পরিচিত অসিত সিংয়ের এই গ্রেপ্তারিতে সাধারণ মানুষের মনে স্বস্তি ফিরেছে। বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতারের খবর ছড়াতেই এলাকায় বাজি ফাটিয়ে উল্লাসে মাতেন স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায় বলেন, 'তৃণমূল জামানায় অসিত সিং এবং তার দুই ভাই আকবরের মত কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের নিয়ে বারাবনি মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা দুর্বিসহ করে দিয়েছিল। অবৈধ কয়লা, বালি-সহ একাধিক অসামাজিক কাজে লিপ্ত ছিল অসিত সিং ও তার বাহিনী। ধৃতদের কঠোরতর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

# বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের বর্ণাঢ্য পদযাত্রা



**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে এবং যুব সমাজকে সুস্থ জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে শুক্রবার বেলিয়াবেড়া থানার উদ্যোগে তপসিয়া বাজারে অনুষ্ঠিত হল এক বর্ণাঢ্য সচেতনতা পদযাত্রা। তপসিয়া বাজার থেকে শুরু হওয়া এই পদযাত্রা এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে। অংশগ্রহণকারীদের হাতে ছিল মাদকবিরোধী বার্তাসংবলিত প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন। পাশাপাশি মাইকিংয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব এবং নেশামুক্ত সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে তপসিয়া ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা, স্থানীয় বাসিন্দারা ও বেলিয়াবেড়া থানার সিভিক ভলান্টিয়ার, পুলিশ কর্মী ও আধিকারিক-সহ প্রায় ১৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নিলু মণ্ডল-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। এদিন বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নিলু মণ্ডল বলেন, 'মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা ও সম্মিলিত উদ্যোগ। আজকের যুব সমাজই আগামী দিনের দেশ গড়ার কারিগর। তাই তাদের নেশার অন্ধকার পথ থেকে দূরে রেখে শিক্ষা, খেলাধুলা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজ একসঙ্গে কাজ করলেই মাদকমুক্ত ও সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।' পদযাত্রা শেষে বেলিয়াবেড়া থানার কমিউনিটি হলে বেলিয়াবেড়া কে.সি.এম. হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে মাদকের কুফল, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সুস্থ জীবনযাপনের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন পুলিশ আধিকারিকরা। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হয়। পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, এধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি শুধু মাদকের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতেই নয়, যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

# উখরায় মাদক-বিরোধী বার্তায় পুলিশ ও ছাত্রসমাজ



**নিজস্ব প্রতিবেদন, উখরা:** আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষে শুক্রবার সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করল অন্ডাল থানার উখরা আউটপোস্টের পুলিশ। এদিনের এই র‍্যালিটির সামনেই ছিলেন উখড়া আউটপোস্টের আইসি প্রীতম পাল ও ফাঁড়ির অন্যান্য অফিসাররাও। এদিন উখরার কুঞ্জ বিহারী ইনস্টিটিউশনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য সচেতনতা র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে উখরার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ছিল মাদকবিরোধী বিভিন্ন বার্তাসংবলিত প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন। স্লোগানের মাধ্যমে তারা সমাজ থেকে মাদকের অভিশাপ দূর করার আহ্বান জানায় এবং মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের বার্তা তুলে ধরে। উখরা আউটপোস্টের পুলিশ আধিকারিকরা জানান, যুবসমাজকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। মাদক শুধু একজন ব্যক্তির জীবনই নয়, একটি পরিবার ও সমাজকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই সামাজিক ব্যধির হাত থেকে রক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, পুলিশ কর্মী এবং বহু ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। তাদের সম্মিলিত বার্তা ছিল একটাই 'মাদক নয়, সুস্থ জীবনই হোক আগামী দিনের অঙ্গীকার।'

# মাদকমুক্ত ভারত অভিযানের সচেতনতা শিবির বালুরঘাটে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের অন্তর্গত সর্বমঙ্গলা হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হলো 'মাদক মুক্ত ভারত অভিযান' সংক্রান্ত একটি বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি। গঙ্গারামপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের এই সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) অর্পিতা ঘোষাল, গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (এসআই) সুনীল কুমার দাস এবং ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ডঃ এহতেসাম উদ্দিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিওপি কমান্ড্যান্টরা, গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ ছাত্র-ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গঙ্গারামপুর বিডিও অর্পিতা ঘোষাল মাদকের মারাত্মক কুফল সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘ সচেতনতামূলক বার্তা দেন। তিনি বলেন, 'মাদক কেবল একজন মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যকেই ধ্বংস করে না, বরং একটি গোটা পরিবার এবং সমাজকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। কোনো রকম প্রলোভনে পা না দিয়ে সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলাই হোক তরুণ প্রজন্মের মূল লক্ষ্য।'

# পুরসভা ঘোষিত হওয়ায় জল যন্ত্রণা মিটবে, আশাবাদী বাগনানবাসী



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান:** রাজ্য তথা হাওড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর বাগনান। বাগনান যেমন দক্ষিণ পূর্ব রেলের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন, তেমনি বাগনান বাসস্ট্যান্ডকে ব্যবহার করে বাগনান-শ্যামপুর রোড হয়ে পূর্ব মেদিনীপুর, বাগনান কুলিয়া রুট হয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হুগলি যাতায়াত সহজলভ্য। প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষের যাতায়াত বাগনান বাসস্ট্যান্ডকে ঘিরে। বাগনান বাসট্যান্ড ছাড়াও এখানে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং সরকারি অফিসগুলো। বাগনানের জনসংখ্যা তাই দিনে দিনে বেড়ে গিয়েছে। শহুরে এলাকার সমস্ত রকম পরিষেবা এখানে মজুত। দীর্ঘদিন ধরে দাবি উঠছিল বাগনানকে পুরসভা ঘোষণা করার। বিগত তৃণমূল সরকারের সময়ে একপ্রস্থ পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল শুধুমাত্র খাতায়-কলমে অর্থ দপ্তরের কোনরকম অনুমোদন পাওয়া যায়নি। রাজ্যে পট পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে সম্প্রতি বাগনানকে বাজেটে 'পুরসভা' ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই বাগনান শহর এবং সংলগ্ন এলাকার মানুষের মধ্যে খুশির হাওয়া। মনে করা হচ্ছে নাগরিক পরিষেবার সমস্ত কিছুই উন্নতি হবে। বাগনানের দীর্ঘদিনের সমস্যা জমা জল। একটু বৃষ্টিতেই বাগনান শহর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। পুরসভা ঘোষণার পর নতুন করে পরীক্ষা সমত তৈরি হবে এবং বাগনান শহর জল যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে বলে মনে করছে বাগনানবাসী। দীর্ঘদিনের একটি সমস্যা দ্রুত সমস্যা হওয়ার আশায় বাগনানের লক্ষাধিক মানুষ। শুক্রবার তাই নতুন সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাগনান শহরে অভিনন্দন যাত্রা নামক বিশাল মিছিল করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা বিজেপির সভাপতি দেবাশিস সামন্ত এবং আমতার বিধায়ক অমিত সামন্ত।

# পণ্যবোঝাই হাইজ্যাক হওয়া কন্টেনার উদ্ধার কাঁকসায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** ১ জুন কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজার কাছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধার থেকে একটি কন্টেইনার উদ্ধার হয়। কন্টেইনারের মালিক কাঁকসা থানার পুলিশকে ফোন করে সমস্ত বিষয় জানাতেই পুলিশ কন্টেইনারটি নিজেদের হেপাজতে রাখে। পরে মালিক অভিযোগের ভিত্তিতে কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। জানা গিয়েছে, ওই কন্টেইনারটি গুরগাঁও থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার গার্মেন্ট লোড করে কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল। সেই মত গাড়িটি ঝাড়খন্ড পৌঁছানোর পর চালক অন্য এক চালককে গাড়িটি দায়িত্ব দিয়ে বাড়ি চলে যায়। যে চালককে দায়িত্ব দিয়েছিল, সে কন্টেইনারের সমস্ত মাল ঝাড়খণ্ডে একটি গোডাউনে রেখে দিয়ে কন্টেইনারটি ৩১মে হাইজ্যাক করে ১জুন কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজার কাছে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। গাড়ির মালিকের কাছে খবর পাওয়ার পরই কন্টেইনারটি নিজেদের হেপাজতে



নেয় পুলিশ। পরে কন্টেইনারের মালিক খেমরাজ বড়াল কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে। অভিযোগের ভিত্তিতে কাঁকসা থানার পুলিশ তদন্তে নেমে ঝাড়খন্ডের পথরোল এলাকা থেকে চুরি যাওয়া সমস্ত মাল উদ্ধার করে কাঁকসা থানায় নিয়ে আসে। কাঁকসা থানার পুলিশকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন মালিক।

# কাঁকসায় দুর্ঘটনার কবলে যাত্রিবাহী বাস, মৃত ১

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কন্টেনারের পিছনে ধাক্কা মারলো একটি যাত্রীবাহী বাস। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ভোরে কাঁকসার বিরুডিহার কাছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর কলকাতাগামী রাস্তায়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় প্রায় ৬ জন যাত্রী। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে। সেখানে বাসের খালাসির মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। বাকিরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনার জেরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের কলকাতাগামী রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। কাঁকসা থানার পুলিশ আহতদের উদ্ধার করার পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দু'টিকে অন্যত্র সরিয়ে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে পুলিশ।

# বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস পালন মন্তেশ্বর আবগারি দপ্তরের



**নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর:** ২৬শে জুন আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস (বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস) উপলক্ষে পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর আবগারি দপ্তরের উদ্যোগে সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।এই উপলক্ষে মন্তেশ্বরের কুসুমগ্রাম, মালডাঙ্গা, মন্তেশ্বর বাসস্ট্যান্ড-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকায় প্রচার চালানো হয়। আবগারি দপ্তরের কর্মীরা সাধারণ মানুষের মধ্যে মাদকের কুফল, অবৈধ মাদক পাচার রোধ এবং মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের বার্তা তুলে ধরেন। পাশাপাশি লিফলেট বিতরণ ও পথচলতি মানুষের সঙ্গে কথা বলে মাদক থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানানো হয়। আবগারি দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মাদক শুধু একজন ব্যক্তির নয়, একটি পরিবার ও সমাজের জন্যও মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে বলে দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

# পুরুলিয়ায় বিপুল মাদক-সহ গ্রেপ্তার দুই যুবক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া:** পুরুলিয়া জেলাজুড়ে মাদক পাচার রুখতে ফের বড়সড় সাফল্য পেল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ পোস্তোর খোসা গুঁড়ো-সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল বরাবাজার থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে বরাবাজার থানায় আসা গোপন তথ্যের ভিত্তিতে একটি বিশেষ দল আগাঝোর গ্রামে অভিযান চালায়। সেখানে একটি সন্দেহভাজন ইঞ্জিনচালিত রিকশাকে আটক করে পুলিশ। রিকশাটিতে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় তদন্তকারীদের। উদ্ধার হয় একাধিক বস্তাভর্তি মোট ৩৩৭.৪৮ কেজি সন্দেহভাজন পোস্তোর খোসা গুঁড়ো। ঘটনাস্থল থেকেই আটক করা হয় দুই ব্যক্তিকে। ধৃত বিকাশ সাঁতরা ও গোপাল বাগ উভয়েই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ব্যক্তিরা ওই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য পরিবহণ বা নিজেদের দখলে রাখার পক্ষে কোনো বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেনি। এরপরই পুলিশ নিষিদ্ধ মাদক পাচারের অভিযোগে ওই দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এবং ইঞ্জিনচালিত রিকশা-সহ সমস্ত মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে এন.ডি.পি.এস. আইনের একটি নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে বারাবাজার থানার পুলিশ।

# মাদকমুক্ত ভারত গড়তে ‘রুথলেস অ্যাপ্রোচ’-এর ডাক অমিত শাহের

**নয়াদিল্লি, ২৬ জুন:** মাদক পাচার ও মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আগামী তিন বছরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর বক্তব্য, মাদকমুক্ত ভারতের লক্ষ্যে সরকারের কর্মপরিকল্পনা তৈরি। এবার মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে কোনও রকম আপস নয়, ‘রুথলেস অ্যাপ্রোচ’ নিয়েই এগোতে হবে।

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে নার্কো-কোঅর্ডিনেশন সেন্টার (এনসিওআরডি)-এর দশম শীর্ষস্তরের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কেন্দ্রের ৪৪টি মন্ত্রক ও দপ্তরের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার মোট ১০৮ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। এদিন ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে ভিশন ডকুমেন্ট (২০২৬-২০২৯)’ প্রকাশ করেন অমিত শাহ। পাশাপাশি প্রকাশিত হয় এনসিবি-র বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৫। জম্মু ও গুয়াহাটিতে নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)-র নবনির্মিত আঞ্চলিক কার্যালয়েরও উদ্বোধন করেন তিনি।

বৈঠকে অমিত শাহ বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, অর্থনীতি এবং যুবসমাজের ভবিষ্যৎ রক্ষায় মাদক চক্রকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতেই হবে। তিনি মনে করিয়ে দেন, একদিকে



মায়ানমার-থাইল্যান্ড-লাওসের ‘ডেথ ট্রায়াঙ্গল’ এবং অন্য দিকে আফগানিস্তান-ইরান-পাকিস্তানের ‘ডেথ ক্রিসেন্ট’-এর মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে ভারত। ফলে আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের নানা কৌশলের মোকাবিলা করতে হচ্ছে দেশকে। শাহ জানান, ড্রোনের মাধ্যমে মাদক সরবরাহ, সমুদ্রপথে কনটেনারবাহী কার্গো, ডার্ক নেট, ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে লেনদেন এবং ‘অর্ডার টু ডেলিভারি’ মডেলের পার্সেল পরিষেবা; এই সব আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করছে পাচারকারীরা। ফলে প্রচলিত পদ্ধতিতে এই লড়াই জেতা সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, মাদক পাচার এখন আর বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়। প্রযুক্তিনির্ভর, সুসংগঠিত ও বহুস্তরীয় অপরাধচক্রে পরিণত হয়েছে এই নেটওয়ার্ক। তাই গোটা চক্রকে লক্ষ্য করে আধুনিক গোয়েন্দা তথ্য, প্রযুক্তিনির্ভর কৌশল এবং সমন্বিত অভিযান চালানোর উপর জোর দেন তিনি।

‘রুথলেস অ্যাপ্রোচ’ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, কঠোরতা দেখাতে হবে মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে, কিন্তু যাঁরা মাদকের শিকার, তাঁদের প্রতি থাকতে হবে সহানুভূতিশীল মনোভাব। তাঁদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বও সরকারের। তিনি জানান, ২০২৬ থেকে ২০২৯ সালের কর্মপরিকল্পনা চারটি মূল স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। এগুলি হল; আইন প্রয়োগ, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও অভিযান; প্রিকার্সর কেমিক্যাল ও সিন্থেটিক মাদকের উপর নিয়ন্ত্রণ; মাদকের চাহিদা হ্রাস ও ক্ষতি প্রতিরোধ; এবং দক্ষতা বৃদ্ধি, সমন্বয় ও নজরদারি। শাহ বলেন, এই কর্মপরিকল্পনা ‘সমগ্র সরকার’ ও ‘সমগ্র সমাজ’-এর ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সব দপ্তরের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেই মাদকমুক্ত ভারতের লক্ষ্য পূরণ করতে চায় সরকার।

# শুল্কে বাড়তি সুবিধা না মিললে বাণিজ্য চুক্তি নয়: পীযূষ গয়াল

**নয়াদিল্লি, ২৬ জুন:** প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় শুল্ক (ট্যারিফ) ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা না পাওয়া পর্যন্ত আমেরিকার সঙ্গে প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (বিটিএ)-তে ভারত সই করবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল। তবে তিনি জানান, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং দুই দেশই সমঝোতার খুব কাছাকাছি রয়েছে।

লন্ডনে আয়োজিত ইন্ডিয়া গ্লোবাল ফোরাম (আইজিএফ) ইউকে-ইন্ডিয়া উইক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গয়াল বলেন, উৎপাদন শিল্পে ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় থাকা দেশগুলির তুলনায় যদি ভারত শুল্কের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা না পায়, তাহলে এই চুক্তি কার্যকর করা হবে না। তাঁর কথায়, ‘ভারতকে নিশ্চিত করতে হবে যে উন্নয়নের একই স্তরে থাকা অথবা ভারতের মতো ব্যয় কাঠামো রয়েছে এমন দেশগুলির তুলনায় আমাদের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বজায় থাকবে।’ তিনি জানান, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চিন, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা-সহ ভারতের প্রতিবেশী ও প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় কম শুল্ক ভারতের লক্ষ্য।

এদিকে, ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি প্রসঙ্গে ইউএস-ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ফোরাম-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও মুকেশ আঘি বলেন, বিষয়টি শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত




ভারত-আমেরিকা

নয়, বরং রাজনৈতিক দিকও রয়েছে। তাঁর মতে, ভারতের অবস্থান স্পষ্ট; প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় কম বা অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক (প্রেফারেন্সিয়াল ট্যারিফ) চাই, যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারত আরও প্রতিযোগিতামূলক হতে পারে। মুকেশ আঘি বলেন, বিষয়টি ১০ শতাংশ বা ২০ শতাংশ শুল্কের নয়, বরং প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির তুলনায় কম শুল্ক পাওয়ার। বর্তমানে ভারতের উপর ১২.৫ শতাংশ এবং পাকিস্তানের উপর ১০ শতাংশ শুল্ক রয়েছে। এই পরিস্থিতি ভারতের কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতৃত্ব মেনে নেবে না, কারণ এর রাজনৈতিক প্রভাব পড়তে পারে। তাই এই সমস্যার সমাধান জরুরি। তাঁর আশা, ট্রাম্প প্রশাসন এমন একটি সমাধানের পথ খুঁজবে, যা ভারত ও আমেরিকা; উভয় দেশের পক্ষেই লাভজনক হবে।

উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহেই নয়াদিল্লির বাণিজ্য ভবনে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে দু’দিনব্যাপী মন্ত্রীস্তরের বৈঠকে প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল এবং আমেরিকার প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত জেমিসন গ্রিয়ার। বৈঠকে ২৪ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার তরফে সমস্ত বাণিজ্যিক অংশীদার দেশের উপর আরোপিত অস্থায়ী ১০ শতাংশ শুল্কের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আলোচনাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়েও দুই পক্ষের মধ্যে বিস্তৃত মতবিনিময় হয়। আগামী ২৪ জুলাই ওই অস্থায়ী শুল্কের মেয়াদ শেষ হবে। উল্লেখ্য, এই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির রূপরেখা চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেই ঘোষণা করা হয়েছিল।

# আইসল্যান্ডে প্রথমবার ভারতীয় আমের প্রদর্শনী

**নয়াদিল্লি, ২৬ জুন:** আইসল্যান্ডে প্রিমিয়াম মানের ভারতীয় আমের রপ্তানি বাড়াতে প্রথমবারের মতো বিভিন্ন জাতের ভারতীয় আমের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত ও আইসল্যান্ডের মধ্যে কৃষিপণ্য বাণিজ্য আরও সম্প্রসারণের সম্ভাবনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের শুক্রবারের বিবৃতি অনুযায়ী, আইসল্যান্ডের রাজধানী রেইকিয়াভিকে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস, কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এপিডা)-র সহযোগিতায় ২৪ জুন রেইকিয়াভিক এবং ২৫ জুন উত্তর আইসল্যান্ডের আকুরেইরিতে এই প্রচার কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে দশেহরি, চৌসা, ল্যাংড়া ও কেশর-সহ ভারতের জনপ্রিয় বিভিন্ন জাতের আম প্রদর্শিত হয়। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে এই আমগুলির রপ্তানি সম্ভাবনাও তুলে ধরা হয়।



অনুষ্ঠানে আইসল্যান্ডে ভারতের রাষ্ট্রদূত আর রবীন্দ্র ভারতীয় আমের বৈশিষ্ট্য ও আন্তর্জাতিক বাজারে তার গ্রহণযোগ্যতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আইসল্যান্ডের বাজারে ভারতীয় আমের রপ্তানি বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ভারতীয় দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব অনিশা তোমর ভারতের আম উৎপাদন নিয়ে একটি উপস্থাপনা দেন। তিনি জানান, বিশ্বে সর্বাধিক আম উৎপাদনকারী দেশ ভারত। অন্য দিকে, আইসল্যান্ডের বিদেশ মন্ত্রকের ট্রেড এগ্রিমেন্টস ডিরেক্টর স্বেন কে আইনারসন ভারত-ইএফটিএ বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (টিইপিএ)-র মাধ্যমে আইসল্যান্ডে ভারতীয় আম আমদানির সম্ভাবনা আরও বাড়বে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মন্ত্রকের দাবি, স্থানীয় ভোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ে জানা গিয়েছে যে আইসল্যান্ডে আমের চাহিদা যথেষ্ট রয়েছে। বিশেষ করে স্মুদি, ডেজার্ট ও ফলের স্যালাডে আম ব্যবহারের প্রবণতা বেশি। ফলে ভারতীয় আমের জন্য সেখানে একটি সম্ভাবনাময় বাজার তৈরি হতে পারে।

বর্তমানে আইসল্যান্ড মূলত থাইল্যান্ড, ব্রাজিল, কম্বোডিয়া, ঘানা এবং পেরু থেকে আম আমদানি করে। বিকল্প সরবরাহকারী কম থাকায় এই দেশগুলির আধিপত্য বজায় রয়েছে। ২০২৫ সালে আইসল্যান্ড প্রায় ৩৩ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের আম আমদানি করেছে, যার মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ মার্কিন ডলারের আম এসেছে শুধু থাইল্যান্ড থেকেই।

# ট্রাক-গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ৭ জন

**বোকারো, ২৬ জুন:** ঝাড়খণ্ডে এক ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন অন্তত ৭ জন। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ১ যাত্রী। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রামগড়-বোকারো সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রামগড়-বোকারো সড়ক ধরে যাওয়ার সময় একটি যাত্রীবাহী গাড়ির সঙ্গে উলটোদিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, দু’টি গাড়িই দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় যাত্রীবাহী গাড়িটির ৭ আরোহীর।

দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন এবং উদ্ধারকাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশ এসে স্থানীয়দের সহায়তায় রক্তাক্ত অবস্থায় এক যাত্রীকে উদ্ধার করে রামগড় সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে এবং তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। রাতের অন্ধকারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নাকি কুয়াশা বা অন্য কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই সংঘর্ষ, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং তাদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনার জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রামগড়ের পথদুর্ঘটনায় সাতজনের মৃত্যুর ঘটনায় ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন শোক প্রকাশ করেছেন। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি সব ধরনের সরকারি সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। শুক্রবার সমাজমাধ্যম ‘এক্স’-এ প্রকাশিত এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লারি-বারলংয়ের কাছে পথদুর্ঘটনায় সাতজনের মৃত্যুর খবর অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক। তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলেন, প্রয়াতদের আত্মার শান্তি কামনার পাশাপাশি শোক সন্তপ্ত পরিবারগুলিকে এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দিন।

# পদত্যাগ শ্রীরাম জন্মভূমি ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাইয়ের

**অযোধ্যা, ২৬ জুন:** রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে অনুদান সংক্রান্ত চলমান বিতর্কের জেরে শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেক সরে দাঁড়িয়েছেন চম্পত রাই। ট্রাস্টের সদস্য অনিল মিশ্রও শুক্রবার পদত্যাগ করেছেন। শ্রীরাম মন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র উভয়ের পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তদন্তে নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। জানা গেছে, ট্রাস্টের সভাপতি মহন্ত নিত্যগোপাল দাসের কাছে চম্পত রাই ও অনিল মিশ্র তাঁদের পদত্যাগপত্র জমা দেন। অনুদানের অর্থ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে তদন্তকারী বিশেষ তদন্তকারী দলের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার পরই এই দু’জনে পদত্যাগ করলেন। উল্লেখ্য, এসআইটি-র প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার এই মামলায় আট জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। এরপরই অভিযুক্তদের হেপাজতে নেওয়া হয়। তারপরেই ট্রাস্টের এই দুই পদাধিকারীর পদত্যাগ উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে।



# বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধানমন্ত্রীর



**নয়াদিল্লি, ২৬ জুন:** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তীতে শুক্রবার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি এদিন সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘মহান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জয়ন্তীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। এক সুবিশাল সাহিত্যিক আলোকবর্তিকা হিসেবে, তাঁর লেখা প্রজন্মান্তরের ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেম এবং সাংস্কৃতিক গৌরবের চেতনা জাগ্রত করেছিল। তাঁর সমৃদ্ধ সাহিত্যকর্ম মনকে উদ্ভাসিত করে চলেছে এবং জাতি গঠনের প্রতি আমাদের সম্মিলিত সংকল্পকে শক্তিশালী করছে। এখন আমরা বন্দে মাতরমের ১৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করছি। বন্দে মাতরমের মাধ্যমে, তিনি স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আমাদের জাতিকে অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী অনুপ্রেরণা উপহার দিয়েছিলেন।’

# মহরমের শোভাযাত্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ৩

**রতলাম, ২৬ জুন:** মহরমে নেমে এল বিষাদের ছায়া। তাজিয়া নিয়ে শোভাযাত্রা চলাকালীন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ৩ জনের।



বৃহস্পতিবার রাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের রতলাম জেলার পিপালুদা থানা এলাকার হাতনারা গ্রামে। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১০ জন।

শুক্রবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে হাতনারা গ্রামে মহরম উপলক্ষে তাজিয়া নিয়ে শোভাযাত্রা বের করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শোভাযাত্রাটি যখন গ্রামের একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় তাজিয়ার ওপরের অংশটি আচমকাই রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া একটি হাই-ভোল্টেজ বিদ্যুতের তার স্পর্শ করে। মুহূর্তের মধ্যে পুরো তাজিয়াটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। শোভাযাত্রায় শামিল হওয়া মানুষজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই ৩ জনের মৃত্যু হয়। আহতদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রশাসন এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

# ভূমিকম্প বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলার পাশে ভারত



**নয়াদিল্লি, ২৬ জুন:** ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে সাম্প্রতিক ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর মানবিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিল ভারত। ‘অপারেশন আমিস্তাদ’-এর আওতায় শুক্রবার ভারতীয় বায়ুসেনার দু’টি বিমান বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী ও চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে ভেনেজুয়েলার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর ‘এক্স’-এ জানিয়েছেন, এই মানবিক সহায়তা অভিযানের মাধ্যমে ভারত বিপর্যস্ত এলাকায় জরুরি চিকিৎসা ও ত্রাণ পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠাচ্ছে। ত্রাণের মধ্যে রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ ফিল্ড হাসপাতাল ইউনিট, ৩৫ টনেরও বেশি ত্রাণসামগ্রী এবং দু’টি ‘ভীষ্ম কিউব’, যা দুর্যোগকবলিত এলাকায় দ্রুত চিকিৎসা ও উদ্ধারকাজে ব্যবহার করা হবে। ড. জয়শঙ্কর বলেন, এই কঠিন সময়ে ভেনেজুয়েলার সরকার ও জনগণের পাশে দৃঢ়ভাবে রয়েছে ভারত। প্রয়োজনে ভবিষ্যতেও সব ধরনের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি কারাকাস ও সংলগ্ন এলাকায় পরপর ৭.৫ এবং ৭.২ মাত্রার দু’টি শক্তিশালী ভূমিকম্পে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এই বিপর্যয়ে ২০০-রও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং বহু মানুষ আহত হয়েছেন। অসংখ্য ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

## ময়দান

# টুটু বসুর স্মৃতিতে মূর্তি ও রাস্তার নামকরণে মোহনবাগানের সম্মতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রয়াত মোহনবাগান রত্ন টুটু বসুর স্মৃতিতে তাঁর মূর্তি স্থাপন এবং একটি রাস্তার নামকরণের প্রস্তাবে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দিল মোহনবাগান ক্লাবের এক্সিকিউটিভ কমিটি। মেরিনার্স এরিনার পক্ষ থেকে উত্থাপিত এই প্রস্তাব সভাপতি দেবাশিস দত্ত ও সচিব সৃঞ্জয় বসু সভায় পেশ করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। টুটু বসুর পরিবারের সম্মতি আগেই নেওয়া হয়েছিল। এবার সরকারি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে উদ্যোগটি বাস্তবায়নের আশা প্রকাশ করেছেন উদ্যোক্তারা।



# ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বাগান কর্তাদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী ড. ইন্দ্রনীল খানের সঙ্গে বৈঠক করলেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত। বৈঠকে বাংলার ক্রীড়ার সার্বিক উন্নয়ন, রাজ্যে খেলাধুলার প্রসার এবং মোহনবাগানের পরিকাঠামো ও ক্রীড়া নিয়ে আরও শক্তিশালী করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। মোহনবাগানের পক্ষ থেকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সচিব সৃঞ্জয় বসু, কোষাধ্যক্ষ সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অর্থ সচিব সুরজিৎ বসু। বাগান সভাপতি দেবাশিস দত্তের নেতৃত্বে এই বৈঠককে ভবিষ্যতের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করছে মোহনবাগান।



উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ডে. চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কলোনি, এন ই রেলওয়ে, গোরক্ষপুর, ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) ‘অবাধ’ ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **টেন্ডার নোটিশ নং : ০৭-২০২৬-কলোনি, কাজের নাম** : ক) গোরক্ষপুর- ২বিএন আরপিএসএফ রাজহি ক্যাম্প এর প্রস্তাবিত উন্নয়ন এবং খ) গোরক্ষপুর-রেলওয়ে অফিসার ক্লাবের পিছনে পার্কের প্রস্তাবিত উন্নয়ণ সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সংযোগ, **আনুমানিক মূল্য :** ৪১,০২,৫৪৮ টাকা, **বায়না জমা :** ৮২,১০০ টাকা, **টেন্ডার ফর্ম মূল্য :** নেই, **সম্পাদনের সময়/মেয়াদ অ্যাকসেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে :** ০৬ মাস। অনলাইনে ই-টেন্ডার ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টা পর্যন্ত দাখিল করা যাবে।

● সংশ্লিষ্ট টেন্ডারের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং সরাসরি প্রস্তাব গৃহীত হলেও তা অগ্রাহ্য হবে। সম্পূর্ণ বিস্তারিত এবং টেন্ডার দাখিলের জন্য অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ে আইআরইপিএস সরকারি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in.** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডে. চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কলোনি
CPRO/EL-81 গোরক্ষপুর

ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ধূমপান করবেন না

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**KMDA**
**2nd Corrigendum Notice of e-NIT No: SE(D&P)/T-01/WS/KMDA of 2026-2027**
**With reference to above NIT the following changes have been made.** Please read end date & time for Bid Submission 03.07.2026, up to 17.00 hrs. in place of 19.06.2026, up to 17.00 hrs. for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-181)**
**www.kmda.wb.gov.in**
**www.wbtenders.gov.in**

**ICA- T11177(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**
Online e-Tender is invited from bonafied suppliers/ firms for **Supply of Stationery Articles, Printing Forms and Computer Accessories** of S.S.F Bn, Barrackpore, 24 Pgs (N) for the financial year 2026-27 (e-Tender ID-2026_WBP_1029118_1 and e-Tender Reference No. WBP/SSFBNBKP/R/NIT-1(e)/26-27). Bid submission start date & time (online) is 23.06.2026 at 18.00 hrs. Bid submission closing date & time (online) is 15.07.26 at 14:00 hrs. For more details intending suppliers / firms are requested to visit **https://wbtenders.gov.in.**
**Sd/- Commandant, S.S.F Bn, Barrackpore**

**ICA- T11191(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Assistant Engineer North Kolkata Health Electrical Sub-Division, P.W.D. invite online e-Tender for the work of “Immediate repair Recommissioning of Fire Safety Alarm System at IDBG HOSPITAL KOLKATA” WBPWD/AE/NKHESD/NIQ-19/Q of 26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5016003_1. Bid Submission Closing date (Online) : 07.07.2026. Details of NIT & tender documents may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in** Sd/- ASSISTANT ENGINEER, P.W.D NORTH KOLKATA HEALTH ELECTRICAL SUB-DIVISION.

**ICA- T11202(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Assistant Engineer, P.W.D., Lalbazar Electrical Sub-Division, 81/2/2, Phears Lane, Kolkata-700012. Email: aelbesd@gmail.com invites e-tender (online) for the work named “Repairing of Electrical Installation work and Shifting of AC machines at Additional Commissioner, Traffic Building, Lalbazar under lalbazar Electrical Section, PWD.” Vide e-tender no. WBPWD/AE/LBESD/eNIQ-03 of 2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5015982_1. Bid submission end date (online) for the job is 13.07.2026 upto 1.00 P.M. detail information/download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://wbtenders.gov.in and http://pwdwb.in Sd/-Assistant Engineer, PWD, Lalbazar Electrical Sub-Division

**ICA- T11206(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**P.W.D TENDER NOTICE**
Assistant Engineer, Baruipur Sub-Division, P.W.D, invites online e-NIQ No. 06 of 2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_ 5016011_1. Bid submission start date 25.06.2026 from 6:30 P.M. Bid submission end date 07.07.2026 upto 12:00 P.M. Details of NIQ and tender documents may be downloaded from: **https://wbtenders.gov.in** & **http://wbpwd.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, Baruipur Sub-Division, P.W.D.

**ICA- T11215(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**Corrigendum for Time Extension**
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: **“Installation of New lifts replacing the old lifts in Mayukh Bhawan, Salt Lake, Kolkata-91----SITC of 02 nos. (G+4) 08 passenger MRL lifts.”** Tender No : **WBPWD/EE/BED/e-NIQ-46/2026-27** & e- Tender ID No. **2026_WBPWD_5013984_1. Bid submission Closing Date (Online)** : 25.06.2026 up to 15:00 Hrs. & 08.07.2026 up to 15:00 Hrs. **Technical Bid Opening Date :** 29.06.2026 at 15:05 Hrs. & 10.07.2026 at 15:05 Hrs. Details may be downloaded from **tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division.

**ICA- T11218(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**
**Ref No.: WBPWD/AE/BESD/eNIT03/2026-27 (Tender ID : 2026_WBPWD_5016024_1)**
Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division from the eligible contractors for the following works : Name of Work :- Providing Guarding arrangement as opening & closing of Baruipur Electrical Sub-Division, PWD. Bid submission start 30.06.2026 at 10:00 A.M. Bid Submission end : 04.07.2026 upto 06.00 P.M. Bid opening Date : 07.07.2026 after 12:00 P.M. Details of e-NIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division, Govt. of West Bengal.

**ICA- T11219(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Executive Engineer-II, P.W. Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of (1) “Proposed Surgery Post- operative care unit (SPSU) at AB ward 1st floor, NRSMC&H. Kolkata. Replace old window AC machine” vide e-tender no. WBPWD/EE-II/CKHED/eNIT-22/26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5016002_1. Bid submission end date (online) for the job is 08.07.26 upto14:00 P.M. Detail information/download/upload will be available from the website: **http://etender.wb.nic.in, http://wbtenders.gov.in** & **http://pwdwb.in** Sd/- Executive Engineer-II, P.W. Dte., Central Kolkata Health Electrical Division.

**ICA- T11221(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**
**Ref. No.: WBPWD/AE/BESD/eNIT02/2026-27 (Tender ID : 2026_WBPWD_5016014_1)**
Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division from the eligible contractors for the following works: **Name of Work:- Supply & Delivery of AC ceiling fan for day to day maintenance work of Baruipur SDH, Canning SDH, and Baruipur Sub-Divisional Court under the jurisdiction of the Baruipur Electrical Sub-Division, PWD.** Bid submission start 30.06.2026 at 10:00 A.M. Bid Submission end: 04.07.2026 up to 06:00 P.M. Bid opening Date : 07.07.2026 after 12:00 P.M. Details of e-NIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division, Govt. of West Bengal.

**ICA- T11220(1)/2026**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

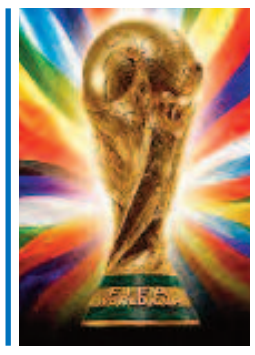



# নবনীতা দেব সেন একাই একShow !

**স্বপনকুমার মণ্ডল**

বিদ্রোহ উৎকর্ষ লাভে বিপ্লবের পথকে প্রশস্ত করে তোলে। সেক্ষেত্রে বিদ্রোহের সরবতাই বিপ্লবের আগমনিবার্তা বয়ে আনে। অথচ সেই সরবতায় উচ্চকিত না হয়েও যে বৈপ্লবিক চেতনার বিস্তার করা যায়, তা সদ্য প্রয়াত নারীবাদী লেখিকা নবনীতা দেবসেন দেখিয়ে দিয়েছেন। সেখানে তাঁর নীরব সাধনা শুধু বিস্ময় জাগায় না, শ্রদ্ধায় আনত করে তোলে। নারীবাদী লেখিকা হিসাবে কখনই তিনি সোচ্চার হয়ে ওঠেননি। অথচ তার অবকাশ ছিল। সুউচ্চতর শিক্ষাদীক্ষা ও বহুমুখী সৃজনীপ্রতিভায় তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের বনেদি প্রকৃতিতে তা আপনাতেই সরব হয়ে ওঠার যথেষ্ট পরিসর ছিল । শুধু তাই নয়, তাঁর পরিবারের মধ্যেই তার রসদ ছিল । নবনীতার মা রাধারাণী দেবীই (১৯০৩-১৯৮৯) ছিলেন রক্ষণশীল পুরুষশাসিত সমাজের প্রগতিশীল নারীকণ্ঠের উজ্জ্বল প্রতিভূ । বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে আয়োজিত বিতর্কসভায় 'ডিভোর্স উচিত কিনা' বিষয়ে অনুরূপা দেবীর বিপক্ষ বক্তব্যকে খণ্ডন করে তাঁর সপক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তেরো বছরে বাল্যবিধবা রাধারাণী দেবী। কবি-সাহিত্যিকদের সাথে আত্মসম্মান বজিয়ে রেখেই তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করেছেন। সেখানে তিনি শরৎচন্দ্রদের আপত্তিকে অতিক্রম করে নারী হিসাবে 'রবিবাসর'-এর সাহিত্যের আড্ডাতে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি, নারীকণ্ঠেও তাঁর আত্মমর্যাদাবোধকে দিয়েছেন বনেদি আভিজাত্য । রাধারানী দেবী 'অপরাজিতা' চদ্মনামে কাব্যচর্চা করে সাড়া জাগিয়েছিলেন এবং প্রমথ চোধুরীর নারীদের নিজস্ব লেখা যা পুরুষেরা লিখতে না পারার প্রত্যাশাকে তিনিই পূরণ করেছিলেন । 'অপরাজিতা'র আড়ালে কে রয়েছেন, অনেকদিন তাঁর পরিচয় জানা যায়নি । অন্যদিকে তাঁর কাব্যচর্চার উৎকর্ষ ছিল ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধিমান। 'পুরবাসিনী' (১৯৩৫) কাব্যে তা আর তীব্র কৌতূলের বিষয় হয়ে ওঠে । কাব্যটি কোনো পুরুষ কবির লেখা সম্ভব নয় বলে প্রমথ চোধুরীই জানিয়ে দেন । কাব্যটি আবার রাধারানী দেবী ও নরেন্দ্রনাথ দেবকে উৎসর্গিত । শেষে অপরাজিতা রাধারানী দেবীর সাক্ষাৎ মেলে । অন্যদিকে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ দেবের 'কাব্য-দিপালী' পত্রিকাটি সম্পাদনায় সাহায্য করতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে হার্দিক সম্পর্ক বিবাহে গড়িয়ে যায় । দুজনের বয়সে পনেরো বছরের ব্যবধান । তার উপর পারস্পরিক প্রতিকূল আবহ । সে-সব শুধু উপেক্ষিতই হল না, কন্যাসম্প্রদানেও নজির তৈরি করল । বরকে কেউ সম্প্রদান করে না । অতএব নিজেই নিজেকে সম্প্রদান করেন রাধারানী । ১৯৩১-এ ৩১মে সেই বিয়ের পরের দিন সংবাদপত্রে লেখা হয় 'রাধারানী-নরেন্দ্র দেব বিবাহ কন্যার আত্মসম্প্রদান' । সেই রাধারানীর প্রথম সন্তানের শৈশবেই অকালপ্রয়াণ হওয়াও নরেন্দ্র দেব কলকাতার হিন্দুস্থান পার্কে স্বাস্থ্যকর খোলামেলা আবহাওয়ায় 'ভালো-বাসা' নামে নতুন আবাস গড়ে তোলেন । সেই 'ভালো-বাসা'র মুক্ত ও প্রশস্ত পরিসরেই তাঁদের 'খুকু' তথা শরৎচন্দ্রের 'অনুরাধা' শেষে রবীন্দ্রনাথের 'নবনীতা'র বেড়ে ওঠা, গড়ে তোলা জীবনে আপনাতেই তাঁর ডানপিঠে প্রকৃতির পরশে নারীবাদী চেতনার প্রকাশ ছিল সময়ের প্রতীক্ষা । শুধু তাই নয়, তিনি যে তাঁর মায়েরই মেয়ে, সেকথার স্পষ্টবাক্ মূর্তি তাঁর কথাতেই শুধু প্রতিমায়িত হয়নি, সুযোগ্যা উত্তরসূরি হিসাবেও সমীহ আদায় করে নিয়েছেন । অথচ তাঁর নারীবাদী চেতনায় কোনো রূপ উগ্র প্রকাশ নেই । সেখানেও মেয়ের মধ্যে মায়ের মূল্যবোধ নিবিড় হয়ে উঠেছে । সুদীর্ঘকাল সেই মায়ের ছায়াতেই শ্রীবৃদ্ধি লাভের অবকাশ মিললেও তাঁর প্রকাশে উগ্রতার প্রকাশ ঘটেনি ।

নবনীতা শিক্ষাশোভন বনেদি পরিসরে তাঁর মেধা ও মননকে ক্রমশ উচ্চশিক্ষার অভিজাত সোপানে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন । লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় (পিএইচডি) থেকে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ক্রেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপ্তিই শুধু নয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘকাল (১৯৭৫-২০০২) অধ্যাপনার পাশাপাশি আমেরিকার কলোরাডো কলেজে মেটাগ প্রফেসর থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাধাকৃষ্ণণ স্মারক লেকচারার সর্বত্র বিদ্যাচর্চায় স্বমহিমার বিস্তার । শুধু তাই নয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের প্রথম ছাত্রীটি (রোল নম্বর ছিল ১) প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েই আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়েননি, স্বভাবসুলভ ভাবেই নিজেকে উচ্চশিক্ষার সোপানে সামিল করেছিলেন । হিন্দি, ওড়িয়া, অসমীয়া, সংস্কৃত, ফ্রাসি, জার্মান, হিব্রু এবং ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় তাঁর বিদুষী প্রকৃতির অনন্যতা আপনাতেই সবুজ সজীবতা লাভ করে । ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বিস্তারে নবনীতা রাধারানীকেও ছাড়িয়ে যান । লেখনীপ্রতিভার বহুমুখী চলনেও তাঁর স্বকীয় প্রতিভা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবিসংবাদিত নারীব্যক্তিত্বের উৎকর্ষমুখর প্রকৃতি মহার্ঘ পুরস্কার-সম্মাননায়( 'পদ্মশ্রী', 'সাহিত্য অকাদেমি, বিদ্যসাগর পুরস্কার, দেশিকোত্তম প্রভৃতি) স্বীকৃতি লাভ করে । অথচ অভিভাবকীয় ব্যক্তিত্বের আধারেও নবনীতার নারীবাদের প্রচার-প্রসারে কোনো রকম বিদ্রোহী ভাবের অবকাশ ছিল না। সেখানে তাঁর সংযমী প্রকৃতির আন্তরিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ী মানসিকতা তাঁকে নীরবে বিপ্লবের পথে সওয়ারি করেছিল। তাঁর মধ্যে পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের বৈষম্যপীড়িত জীবনবোধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী চেতনায় নারীবাদের পরিচয় নানাভাবেই প্রকাশমুখর । শুধু তাই নয়, তাঁর মননে ও সৃজনেও তার পরিচয় নানাভাবেই উঠে এসেছে । ছোটবেলায় ছোট ভাই দিদিকে মারলেও দিদি মারতে পারবে না, দিদিকে তা সহ্য করার চেতাবনির মধ্যে তাঁর মেয়েদের অন্যচোখে দেখার চেতনা জেগে উঠেছিল । সমাজে পুরুষের আধিপত্যে নারীদের আনুগত্যবোধের মধ্যে তাঁর প্রতিবাদী চেতনাই তাঁর বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বনেদি অবস্থানে আত্মপরিচয়ের সোপান হয়ে উঠতে পারত । সেখানে তাঁর আমৃত্যু ডাকাবুকো চরিত্রপ্রকৃতিই তার সঙ্গতের পক্ষে যথেষ্ট সরব ছিল । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলায় ডানপিঠে ছেলের অভাব নেই । অন্যদিকে ডানপিঠে মেয়ের কথা একমাত্র সিনেমার ধন্যিমেয়ের মধ্যেই দৃশ্যমান । সমাজে যে তার ঠাঁই নেই । অথচ বাংলার সেই রক্ষণশীল সমাজে নবনীতাই আজীবন ডানপিঠে পরিচয়ে সমুজ্জ্বল ছিলেন । নিজের মতো করে বেঁচেছেন হার না-মানা প্রকৃতিতে । সেখানে তাঁর পৌরুষদীপ্ত ভাবমূর্তি ছিল সমান সচল । হাসতে হাসতে এককাপড়ে ট্রাকে চড়ে অরুণাচল সীমান্তে ভারত-চীনের ম্যাকমোহন লাইন ছুঁয়ে এসেছিলেন । তাঁর ভ্রমণকাহিনি 'ট্রাকবাহনে ম্যাকমোহনে' । আবার হায়দ্রাবাদে সেমিনারে গিয়ে কুম্ভমেলায় ছুটে গিয়েছেন একাকী । তাঁর লেখনীর পরশে তাই 'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে' ভ্রমণসাহিত্যে প্রতিমায়িত হয়েছে । এভাবে দুরারোগ্য ব্যাধিকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়েছেন পৃথিবীর দুর্গম পথে, বাংলা সাহিত্যে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় অসংখ্য ফসল ফলিয়েছেন অবলীলায় । সেখানে তাঁর অপরাজিতা প্রকৃতির লাগামছাড়া চলনের মতোই জীবনকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন । স্বাধীনতাপ্রিয় নবনীতার আপোষহীন যাপনে অবশ্য স্বেচ্ছাচারের বিকার ছিল না । এজন্য তাঁর আত্মপ্রত্যয়ী মানসিকতায় সংযমের পরাকাষ্ঠা যেমন লক্ষণীয়, তেমনই তাঁকে আত্মম্ভরিতায় বিদ্রোহে সামিল করেনি । বরং আত্মসংযমী প্রকৃতির উদারতায় তাঁর নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতা লক্ষণীয় । সে শিক্ষাও তাঁর মায়ের কাছেই পেয়েছিলেন । রাধারাণী দেবী মেয়েকে আঁচলে করে মানুষ না করলেও প্রেমে স্বাধীনতা দিয়েও তার যাপনের সীমারেখা টেনে দিয়েছিলেন । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় অমর্ত্য সেনের সঙ্গে নবনীতার প্রেম নিবিড় হয়ে ওঠে । সেখানে মেয়ের প্রতি মায়ের নির্দেশ ছিল 'তিনটি জায়গায় যাওয়া যাবে না। পর্দা টাঙানো কেবিনওয়ালা রেস্তরাঁয়, সন্ধ্যার পরে লেকের ধারে আর সিনেমায় ।' সেই প্রেম বিবাহে গড়ায় ১৯৫৯-এ এবং সতেরো বছরে ১৯৭৬-এ বিবাহবিচ্ছেদও ঘটে । অথচ সেই আঘাত নবনীতাকে নারীবাদী বিদ্রোহে সক্রিয় করেনি । বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অটুট ছিল আজীবন । ১৯৯৮-এ অমর্ত্য সেনের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তিতে নবনীতার আনন্দোচ্ছ্বাসে অভাব ছিল না । তা নিয়ে সাক্ষাত্ কারও দিয়েছেন সহাস্যে । জানিয়েছেন অমর্ত্যের অনেক আগেই তা পাওয়ার ছিল । অবশ্য সেখানেও তাঁর আত্মপ্রত্যয়ী সংযমের প্রকাশ নানাভাবে বিকশিত হয়েছে । অমর্ত্য সেনকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন । আবার সে-সময়ের প্রেক্ষিতে একটি স্মরণীয় ছোটগল্পও লেখেন 'জরা হটকে, জরা বাঁচকে, ইয়ে হ্যায় নোবেল মেরি জান' ।

অন্যদিকে সেই সময়ে তাঁর সমসাময়িক বলিষ্ঠ নারীকণ্ঠ কবিতা সিংহের মৃত্যুতেও শোকপ্রকাশে এগিয়ে গিয়েছেন । সর্বত্র তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ, স্বাধীনচেতা মনের প্রকাশ, বিদ্রোহহীন বিপ্লবের প্রয়াস আজীবন সচল ছিল ।

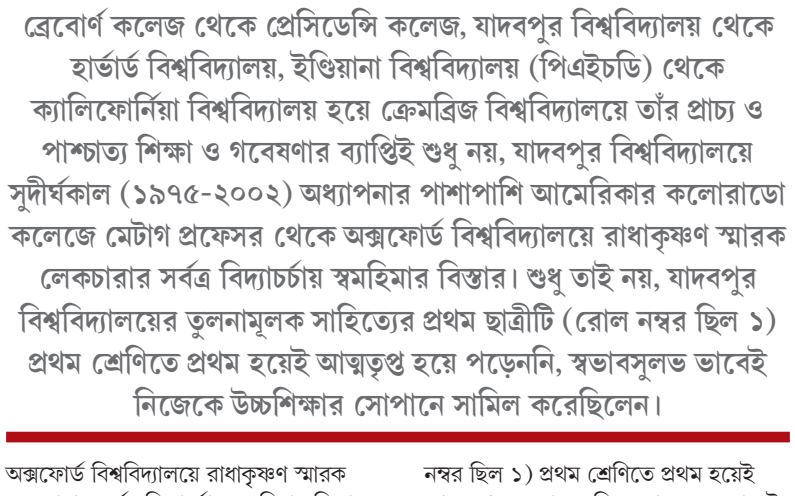

নবনীতা শিক্ষাশোভন বনেদি পরিসরে তাঁর মেধা ও মননকে ক্রমশ উচ্চশিক্ষার অভিজাত সোপানে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন । লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় (পিএইচডি) থেকে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ক্রেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপ্তিই শুধু নয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘকাল (১৯৭৫-২০০২) অধ্যাপনার পাশাপাশি আমেরিকার কলোরাডো কলেজে মেটাগ প্রফেসর থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাধাকৃষ্ণণ স্মারক লেকচারার সর্বত্র বিদ্যাচর্চায় স্বমহিমার বিস্তার। শুধু তাই নয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের প্রথম ছাত্রীটি (রোল নম্বর ছিল ১) প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েই আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়েননি, স্বভাবসুলভ ভাবেই নিজেকে উচ্চশিক্ষার সোপানে সামিল করেছিলেন ।

# জার্মানিকে হারিয়ে নকআউটে ইকুয়েডর

## আইভরি কোস্টের ইতিহাস

**জার্মানি ১** **ইকুয়েডর ২**
**আইভরিকোস্ট ২** **কুরাসাও ০**

ফুটবল সুন্দর। খেলাটি এমন কিছু মুহূর্ত উপহার দেয়, যা স্মৃতির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা যায় আজীবন। আর সেই মুহূর্তের জন্ম যদি বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে হয়, তবে তো কথাই নেই। আজ রাতে জার্মানি,ইকুয়েডরের ম্যাচের কথাই ধরা যাক। তখন যোগ করা সময়ের খেলা চলছিল। আর এক,দুই মিনিট পরেই শেষ বাঁশি বাজাবেন রেফারি।

ঠিক এমন সময় টিভি ক্যামেরায় ভেসে উঠল এক কিশোরের মুখ। ইকুয়েডরের সেই খুদে সমর্থকটি তখন কাঁদছে। না, এই কান্না বেদনার নয়, এই কান্না হিরণ্ময় এক মুহূর্তের অপেক্ষার। রেফারি বাঁশি বাজালেই যে তার দল জিতবে, উঠবে বিশ্বকাপের নকআউটেও। আর এটি যেনতেন জয় নয়, ২,১ গোলের সে জয়ের অপেক্ষা ছিল চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানির বিপক্ষে। কিশোরটির কান্না কিংবা অপেক্ষা কোনোটিই বিফলে যায়নি।

শেষ বাঁশি বাজতেই ছেলেটির সঙ্গে কান্নায় যোগ দেন আরও অনেকে। জার্মান খেলোয়াড় ও দর্শকদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে তখন উন্মাতাল হলুদ ঢেউ।

মাঠে ইকুয়েডরের খেলোয়াড়দের কেউ কাঁদছেন, কেউ হাঁটু গেড়ে বসে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন, কেউ সতীর্থকে জড়িয়ে ধরে উদ্ যাপন করছেন, আবার কেউ গ্যালারিতে গিয়ে কাছের মানুষদের সঙ্গে মেতেছেন উৎসবে। এসব খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের মিলনেই তৈরি হয়েছে ইতিহাস। যে ইতিহাসের নির্মাতা ইকুয়েডর আর শিকার জার্মানি।

জার্মানির সঙ্গে শক্তি,সামর্থ্যের পার্থক্যে যোজন যোজন পিছিয়ে থাকা ইকুয়েডরকে এই বিশ্বকাপে 'ডার্ক হর্স' হিসেবে দেখেছিল অনেকে। কিন্তু প্রথম দুই ম্যাচে ভালো খেলেও প্রাপ্তি ছিল মাত্র ১ পয়েন্ট। গোল ছিল না।

আইভরিকোস্টের বিপক্ষে তারা হেরেছিল ৯০ মিনিটের মাথায় গোল খেয়ে। কুরাসাওয়ের বিপক্ষে এলয় রম নামের এক গোলরক্ষকের দানবীয় ১৫টি সেভ গোল পেতে দেয়নি ইকুয়েডরকে। দুই ম্যাচে ১ পয়েন্ট পাওয়া ইকুয়েডরের অন্ধ সমর্থকও হয়তো তখন আর নকআউটে খেলার স্বপ্ন দেখেননি। কিন্তু বিশ্বকাপ তো শূন্য সম্ভাবনা থেকেই বাজিমাত করার গল্প। আর ইকুয়েডর নিজেদের সেরাটা যেন জমিয়ে রেখেছিল জার্মানির জন্যই।

যদিও ম্যাচের শুরুটা বিপর্যয়ের। লিরয় সানের বক্সের ভেতর থেকে বাঁকানো শটের গোলে এগিয়ে যায় জার্মানি। কিন্তু ৯ মিনিটের মাথায় সেই গোল শোধ দেন ইকুয়েডরের নিলসন আনহুলো। দ্রুত সমতায় ফেরার পর জার্মানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলেছে ইকুয়েডর।

আক্রমণের জবাব দিয়েছে প্রতি,আক্রমণে এবং তৈরি করেছে দারুণ কিছু সুযোগও। তেমনই এক সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৭৭ মিনিটে দ্বিতীয় গোল পায় ইকুয়েডর। কর্নার থেকে আসা বলে পা ছুঁইয়ে গোলটি করেন ইকুয়েডর ফরোয়ার্ড গঞ্জালো প্লাতা। ইকুয়েডর তখন যেভাবে খেলছিল, গোলটি তাদের প্রাপ্যই ছিল। আর এ গোলই শেষ পর্যন্ত গড়ে দেয় ম্যাচের পার্থক্য। ইকুয়েডর পায় ঐতিহাসিক এক জয়।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে জার্মানির বিপক্ষে পিছিয়ে পড়েও ম্যাচ জেতা ইউরোপের বাইরের মাত্র দ্বিতীয় দল হলো ইকুয়েডর। এর আগে এই কীর্তি গড়েছিল শুধু জাপান। পাশাপাশি বিশ্বকাপে জার্মানিকে হারানো লাতিন আমেরিকার চতুর্থ দল এখন ইকুয়েডর। এর আগে এই কীর্তি গড়েছে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো।

এই জয়ের পর 'ই' গ্রুপে তিন ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের তৃতীয় সেরা দলগুলোর তালিকায় সবার ওপরে থেকে বিশ্বকাপে শেষ ৩২ দলের রাউন্ডে উঠল ইকুয়েডর, যা ২০০৬ বিশ্বকাপের পর দলটির প্রথম নকআউট পর্ব। অন্যদিকে হারলেও 'ই' গ্রুপের সেরা হয়েই নকআউটে উঠল জার্মানি। তিন ম্যাচে তাদের পয়েন্ট আইভরিকোস্টের সমান ৬। রাতের অন্য ম্যাচে কুরাসাওকে ২,০ গোলে হারায় আইভরিকোস্ট। কিন্তু গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় শীর্ষস্থানটা থাকল জার্মানির দখলেই।

রানার্সআপ হয়েই আইভরিকোস্টের ইতিহাস

বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নকআউট পর্বে উঠেছে আইভরিকোস্ট। নিকোলাস পেপের জোড়া গোলে কুরাসাওকে হারিয়ে (২,০) শেষ ৩২ দলের রাউন্ডে জায়গা নিশ্চিত করেছে আফ্রিকার দলটি। নকআউটে উঠতে আইভরি কোস্টের প্রয়োজন ছিল মাত্র ১ পয়েন্ট। এর আগে বিশ্বকাপে তিনবার অংশ নিয়ে প্রতিবারই তাদের বিদায় নিতে হয় গ্রুপ পর্ব থেকে।

তবে এবার কোনো শঙ্কার সুযোগ রাখেনি তারা। ম্যাচের সপ্তম মিনিটেই এগিয়ে যায় আইভরিকোস্ট। কুরাসাওয়ের রক্ষণভাগের ভুলে বল কেড়ে নেন ইয়ান দিয়োমান্দে। এরপর তাঁর বাড়ানো বল সহজেই জালে পাঠান পেপে। ৬৫তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন সাবেক আর্সেনাল ফরোয়ার্ড পেপে। বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে কুরাসাও গোলরক্ষক এলয় রমকে ফাঁকি দিয়ে বল জড়িয়ে দেন জালের ওপরের কোণে। বিশ্বকাপে এবারই প্রথম তারা এক আসরে দুটি ম্যাচ জিতল।

# নকআউটে অস্ট্রেলিয়া, শেষ মুহূর্তের গোলে জিতল তুরস্ক

**অস্ট্রেলিয়া ০ ০ প্যারাগুয়ে**
**যুক্তরাষ্ট্র ২ ৩ তুরস্ক**

একটা পয়েন্টই দরকার ছিল অস্ট্রেলিয়ার। প্যারাগুয়ের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে সেই পয়েন্টটা অর্জন করে নিয়েছে এএফসি থেকে খেলা দলটি। 'ডি' গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে নকআউটে উঠল অস্ট্রেলিয়া। একই গ্রুপ থেকে শেষ ৩২,এ ওঠা অন্য দল যুক্তরাষ্ট্র। স্বাগতিকেরা অবশ্য গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে হেরে গেছে। আগেই বিদায় নিশ্চিত হয়ে যাওয়া তুরস্ক আজ যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়েছে ৩, ২ গোলে। ২,২ সমতা থাকা ম্যাচে যোগ করা সময়ের অষ্টম মিনিটে গোল করেন তুরস্কের কান আইহান। গোলের পরই ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজে।

### জাপান ১ সুইডেন ১

ডালাসে সুইডেনের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করে 'এফ' গ্রুপে রানার্স আপ হলো জাপান। বিশ্বকাপের নকআউটে শেষ ৩২ দলের রাউন্ডে এশিয়ার দলটির প্রতিপক্ষ পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। হিউস্টনে আগামী সোমবার বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় শুরু হবে জাপান,ব্রাজিল ম্যাচ।

### সুইডেনও নকআউটে

'এফ' গ্রুপে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নেদারল্যান্ডস। সমান ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে জাপান। ৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে সুইডেন এবং ৩ ম্যাচে কোনো পয়েন্ট না পেয়ে চতুর্থ তিউনিসিয়া বিদায় নিল গ্রুপ পর্ব থেকে। গ্রুপের তৃতীয় সেরা দল হিসেবে বিশ্বকাপের নকআউটে উঠল সুইডেন। আগামী ৩০ জুন নকআউটে শেষ ৩২ দলের রাউন্ডে তাদের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হতে পারে 'আই' গ্রুপের শীর্ষ দল ফ্রান্স।

### হল্যান্ড ৩ তিউনিসিয়া ১

কানসাস সিটিতে তিউনিসিয়াকে হারিয়ে 'এফ' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হলো নেদারল্যান্ডস। বিশ্বকাপের নকআউটে শেষ ৩২ দলের রাউন্ডে তাদের প্রতিপক্ষ 'সি' গ্রুপের রানার্স আপ দল মরক্কো। আগামী মঙ্গলবার সকাল ৭টায় মন্তেরেইয়ে মরক্কো,নেদারল্যান্ডস ম্যাচটি শুরু হবে।